ব্রিটিশদের অধীনেই থাকতে চাই, চাগোস দ্বীপবাসীর আকুতি

সারে-জমিন

১ টাকা কেজি টমেটো, দাম পাচ্ছেন না চাষিরা

রূপসী বাংলা

সৌদি আরব যেভাবে ফিলিস্তিন প্রশ্নে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে

সম্পাদকীয়

মাধ্যমিক ২০২৫ শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি: ভূগোল

স্টাডি পয়েন্ট

আইপিএলের শুরু আবারও পিছিয়ে গেল এক দিন

খেলতে খেলতে

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শনিবার
১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫
২ ফাল্গুন ১৪৩১
১৬ শাবান ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 20 ■ Issue: 45 ■ Daily APONZONE ■ 15 February 2025 ■ Saturday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

এ এক স্বপ্নের ঠিকানা

DEVELOPED BY next GENERATION HOUSING PRIVATE LIMITED EASY AFFORDABLE HOMES

THE ECO PALACE

প্রেসিডেন্সি, আলিয়া, সেন্ট-জেভিয়ার্স, অ্যামিটি, টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি দু কিলোমিটারের মধ্যে। হাঁটা দূরত্বে ডিপিএস নিউটাউন স্কুল, ডিএলএফ-২, মেডিসিন শপ। TCS, গীতাঞ্জলী, Eco Space, মেট্রো স্টেশনের সন্নিকটে।

বিশ্ব বাংলা গেটের পাশেই

10 TOWERS

220+FLATS

2+ ACRES LAND 50% OPEN SPACE

সমস্ত আধুনিক সুবিধা

■ সুইমিং পুল ■ ক্লাব হাউস ■ জিম ■ ডক্টরস চেম্বার ■ চিলড্রেন্স পার্ক ■ লেডিস পার্ক ■ সিনিয়র সিটিজেন পার্ক ■ ডিপার্টমেন্টাল স্টোর ■ প্লে-স্কুল ■ ফ্যামিলি ক্যান্টিন ও সেলুন।

RERA Applied and Loan Facility available

CONTACT US

9830405211 | 8910306750 | 9007369234 | 8910055804

বালিগড়ি, ইউনিটেক আইটি সেজ, অ্যাকশন এরিয়া-II, নিউ টাউন, কলকাতা-৭০০১৫৬

প্রথম নজর

শহরজুড়ে শবে বরাত উৎযাপন

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন: বৃহস্পতিবার ছিল একটি মাহাত্ম্যপূর্ণ পবিত্র রাত বা শবে বরাতের রাত। হাজার হাজার বছরের থেকে বরকতময় এই রাত বান্দার গোনাহ বা পাপ ক্ষমা করে নতুন জীবন দান করে আল্লাহ।সেই পবিত্র রাতের কথা আলকোরাণ ও হাদিসে রয়েছে। সেই জন্য এই রাতে ধর্মপ্রাণ লক্ষাধিক মুসমান সম্প্রদায়ের মানুষেরা নিজেদেরকে পবিত্র করে জিয়ারতের উদ্দ্যেশ্যে পৌঁছে যায় কবরস্থানগুলোতে।
এবাদতের জন্য পবিত্র মসজিদেও মুসল্লিদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মত। রাত জেগে অনেকেই বাড়িতে বসে মহান আল্লাহর এবাদত করেছেন। এদিন রাতে কলকাতার হাতিবাগান,বাগমারি,গোবরা গোরস্থানে সাধারণ মানুষের উপচে পড়া ভিড় ছিল।
কলকাতার মানিকতলা হযরত শাহ ফতেহ আলি ওয়েসী দরবারেও ছিল দেখার মত ভিড়। অন্যদিকে ফুরফুরা দরবার শরিফের পীর মোজাদ্দেদে যামান হযরত দাদা হুজুরের মাজারে ছিল ব্যপক মানুষের ভিড়।রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসল্লিদের কাতারে কাতারে ভিড় জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছিল। পবিত্র রাতে র দৌলতে বিভিন্ন মাজার ও মসজিদগুলো রাতের অন্ধকার ভেদ করে আলোর বন্যায় ভেসেছিল বিশেষ রাতটা।

গাজা উদ্ধার করল বোলপুর থানার পুলিশ

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বোলপুর পুলিশের তৎপরতায় ফের গাজা উদ্ধার হল। গোপন সূত্র খবর পেয়ে বোলপুর পুলিশের সহযোগিতায় উদ্ধার করা হয় ৬৮ প্যাকেট অর্থাৎ প্রায় ৭০ কেজি গাজা উদ্ধার করে বোলপুর আইসি তৎপরতায় এই উদ্ধারকার্য করা সম্ভব হয়েছে। জানা যায় যে ওই গাজা গুলি বীরভূম থেকে বর্ধমান যাওয়ার পথে ঘেরো পাড়া সন্নিকট অবন সেতুতে বোলপুর পুলিশের তৎপরতায় এই উদ্ধার কাজ সম্ভব হয়েছে। পুলিশ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে। তিনজনের বাড়ি রামপুরহাটে। রঞ্জন সেন (২৭), সঞ্জীব নন্দী (২৮), সৌমি মন্ডল (৩৪) মারুতি সুজুকি গাড়ি করে গাজা পাচার করার চেষ্টা করছিল।

১ টাকা কেজি টমেটো, দাম পাচ্ছেন না চাষিরা

নকীবউদ্দিন গাজি ● কুলপি

আপনজন: অতিরিক্ত টমেটোর ফলন টমেটো বিক্রি করে দাম পাচ্ছে না চাষিরা বিঘের পর বিঘে পড়ে রয়েছে পাকা টমেটো, এমনকি ফেলে দিতে হচ্ছে এই টমেটো এমনটাই ছবি দেখা গেল দক্ষিণ ২৪ পরগনা ডায়মন্ড হারবার করঞ্জলী , বেলপুকুর নিশ্চিন্তপুর সহ জেলার একাধিক জমিতে। এক টাকা কেজি ধরে বিক্রি করতে হচ্ছে এই টমেটো, ফলে দাম না পেয়ে হতাশায় চাষিরা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার কুলপি সহ বিভিন্ন জায়গায় বিঘের পর বিগে এভাবে চাষ হয়েছে টমেটো প্রথম দিকে দাম পেলেও পরে আর দাম পায়নি চাষীরা যা কেজিপ্রতি পাইকারি দর ১ টাকা থেকে দু টাকা। টমেটো তুলতে এই টমেটো বাজারে নিয়ে যেতে যে পরিমাণ খরচ হয় টমেটো বিক্রি করে সেই খরচের টাকাও তুলতে পারছে না চাষিরা। ফলে চাষের জমিতে কুইন্টাল কুইন্টাল টমেটো পড়ে নষ্ট হচ্ছে। একদিকে সারের দাম বেড়েছে অন্যদিকে চাষীরা আগাম টাকা নিয়ে চাষ করছে সব মিলিয়ে ক্ষতির মুখে টমেটোর চাষিরা। চাষীদের দাবি যদি একটা হিম ঘর থাকত তাহলে টমেটোগুলো সেখানে রাখা গেলে এই টমেটোগুলো চড়া দামে বিক্রি হত পরে। কোন হিমঘর না থাকার ফলে এভাবে মাঠে পড়ে নষ্ট হচ্ছে টমেটোগুলো। দেনা করে চাষ করে সেই অর্থ না লাভ হলে দেনার দায় হয়তো আবার চাষীর মৃত্যুর মুখে পড়তে হবে ,এমনটাই মনে পড়ছে চাষিরা।

চিকিৎসা না করিয়ে ঝাড়ফুঁক করায় মৃত্যু, গ্রামে সচেতনতা শিবির

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে জলাতঙ্কে মৃত্যু হয়েছিল জয়পুর থানার ডাঙ্গরপাড়া গ্রামের বাসিন্দা ১২ বছরের রিজু লোহারের। পরিবারের লোকজন জানিয়েছিল তিন মাস আগে স্কুলে যাবার পথে একটি পাগল কুকুর রিজুকে কামড় দেয়, তারপর তাকে হাসপাতালে না নিয়ে গিয়ে পাশের গ্রামে ওঝার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ওঝা তাকে জল পড়া ও মন্ত্র পড়ে চুন লাগিয়ে দেয় ক্ষতস্থানে। অভিযোগ তখন নাকি ওঝা তাদের বলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। অবশেষে গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রিজু লোহার ছটফট করতে থাকে এবং অসুস্থতা বোধ করে, তড়িঘড়ি তাকে নিয়ে আসা হয় বিষ্ণুপুর সুপার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে বুধবার সকালে রিজু লোহার এর মৃত্যু হয়। ডাক্তার জানায় জলাতঙ্কের কারণে তার মৃত্যু হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছিল ওই এলাকার কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সচেতনতা নিয়ে। এদিন গ্রামে ছুটে যায় বিষ্ণুপুর স্বাস্থ্য জেলার আধিকারিকরা, স্থানীয় আশা কর্মীরা এবং ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সদস্যরা। গ্রামের লোককে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সচেতন করা হয়। দেখানো হয় কিভাবে ওঝা বা ভন্ডরা মানুষের বিশ্বাসকে এবং তাদের দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে কুসংস্কার আচ্ছন্ন করে রাখে। বিভিন্ন পরীক্ষামূলক পন্থার মধ্য দিয়ে গ্রামের মানুষকে সচেতন করা হয়। তাদের জানানো হয় রিজুকে কুকুরে কামড়ানোর পর ওঝার কাছে না নিয়ে গিয়ে ডাক্তারখানায় নিয়ে গেলে আজকে হয়তো তাকে মরতে হতো না।
হাজার সচেতনতার মধ্যেও ছেলেকে হারিয়ে মায়ের চোখের কোনে জল। গ্রামবাসীরা বলেন তারা এই ভুল আর কখনো করবেন না এরপর থেকে সাপ বা কুকুরে কামড়ালে তড়িঘড়ি তাকে নিয়ে নিকটবর্তী হাসপাতালে তারা যাবেন। এই সচেতনতা শিবির নিয়ে খুশি গ্রামের মানুষজন।
ছবি: চিরঞ্জিত বিশ্বাস

কুঠিরামপুরে ছেলেকে খুন করে মাটিতে পুঁতে দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার বাবা

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: নিজের ছেলেকে খুন করে মাটিতে পুঁতে দেওয়ার অভিযোগে অবশেষে গ্রেপ্তার হলেন বাবা আরজেদ শেখ। দীর্ঘ ১৩ বছর পর পুলিশি তদন্তে উঠে এসেছিল চাঞ্চল্যকর তথ্য। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের খবর চাউর হতেই ভগবানগোলার কুঠিরামপুর এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়। শুক্রবার লালবাগ মহকুমা আদালতে অভিযুক্ত বাবা আরজেদ শেখ কে পেশ করা হলে বিচারক ৭ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। ভগবানগোলার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক উত্তম গড়াই বলেন, “উদ্ধার হওয়া হাড়গোড়ের ফরেনসিক পরীক্ষায় নিশ্চিত হওয়া যায় যে এটি আশরাফুলের দেহের হাড়গোড়। আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে প্রমাণ মেলে, খুনের সঙ্গে আরজেদ শেখ ও তার দ্বিতীয় স্ত্রী সাগরা বিবি জড়িত। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত ব্যক্তি বিভিন্ন জায়গায় পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। অবশেষে, বুধবার এলাকায়

ভগবানগোলায় মাটি খুঁড়তেই বেরিয়ে এল স্কুলের পোশাক, মাথার খুলি, হাড়গোড়!

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: কোদালের কোপ দিতেই দেখা মেলে স্কুলের পোশাক। তাতে সন্দেহ হলে প্রতিবেশীদের ডেকে মাটি খুঁড়তেই একে একে বেরিয়ে আসে মাথার খুলি, হাড়গোড়, কঙ্কাল। সোমবার বিকেলে এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই চাঞ্চল্য দেখা দেয় ভগবানগোলা থানার কুঠিরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রামপুর এলাকায়। এই বিষয়ে ভগবানগোলার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ড. উত্তম গড়াই বলেন, ‘উদ্ধার হওয়া কঙ্কাল, হাড়গোড় পুলিশ সংগ্রহ করেছে। সব দিক খোলা রেখে তদন্তে নেমেছে পুলিশ, খতিয়ে দেখা হচ্ছে ওই এলাকায় কি ভাবে হাড়গোড় পাওয়া গেলো।’ এদিকে এক মহিলা দাবি করেছেন তার ভাইকে প্রানে মেরে সেখানে পুঁতে রাখা হয়েছিল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে বাড়ি নির্মাণের জন্য মাটি খুঁড়তে যায় রামপুরের বাসিন্দা আরজিনা বিবি। তিনি মাটিতে কোদালের কোপ বসাতেই লক্ষ করেন স্কুলের প্যান্ট। তাতেই সন্দেহ দানা বাঁধে ওই মহিলার। তিনি পাড়ার লোকজন জড়ো করে ওই জায়গার মাটি খুঁড়তে শুরু করেন। এর পরেই একে একে বেরিয়ে আসে মাথার খুলি, কঙ্কাল, হাড়গোড়। তিনি দাবি করেন এই কঙ্কাল ১১ বছর ৪ মাস আগে নিখোঁজ হওয়া তার ভাই আশরাফুল হকের। এই দাবি কে ঘিরেই এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়। নিখোঁজের পরিবার সূত্রে দাবি করা হয়েছে, আশরাফুলের মায়ের মৃত্যুর পর তার বাবা আরজেদ শেখ দ্বিতীয় বিয়ে করেন। ওই সময় আশরাফুল কে নিয়ে তার দিদি আরজিনা পাশের গ্রামে দিদার বাড়িতে থাকতে শুরু করেন।এর মধ্যে এক অনুষ্ঠান কে কেন্দ্র করে তাদের বাবা ভাই বোন কে রামপুরে নিয়ে আসেন। অনুষ্ঠান শেষে আরজিনা দিদার বাড়ি ফিরে গেলেও কয়েক দিনের জন্য তৃতীয় শ্রেনীর ছাত্র আশরাফুল কে রেখে দেন আরজেদ। দিন চারেক পর ভাইয়ের সন্ধ্যান করতে এসে আর তার খোঁজ পায়নি দিদি। এই বিষয়ে নিখোঁজের খোঁজ পেতে থানায় লিখিত অভিযোগ করা হয় বলেও দাবি করা হয়েছে। আরজেদ বর্তমানে কেরলে তৃতীয় স্ত্রী নিয়ে বাস করেন।এদিন তার বসত বাড়ির ভিটেতে মাটি কাটতে গিয়েই সন্ধ্যান মেলে কঙ্কালের। স্কুল প্যান্ট ছাড়াও কোমরে নাইলনের তৈরি জালিও মিলেছে।
এই বিষয়ে নিখোঁজের দিদি আরজিনা বিবি বলেন, ‘স্কুলের প্যান্ট দেখে অনুমান হচ্ছে ওই কঙ্কাল আমার ভাইয়ের। পুলিশ ঠিক মত তদন্তে করলে সব কিছু পরিস্কার হবে।’ নিখোঁজের দিদা জাসু বেওয়া বলেন, ‘আমার নাতিকে ওর বাবা এবং সৎ মা মিলে প্রাণে মেরে ঘরের মেঝেতে পুঁতে রেখেছে। পুলিশ ওদের গ্রেপ্তার করে ফাঁসির ব্যবস্থা করুক।’

২০২৪ সালের ১৬ জুলাই। দৈনিক আপনজন-এ আর্কাইভ থেকে।

ফিরতেই বৃহস্পতিবার বিকেলে জিয়াগঞ্জ থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এখন সাগিরা বিবির খোঁজ চলছে।” প্রসঙ্গত প্রথম স্ত্রী মারা যাওয়ার পর দ্বিতীয়বার বিয়ে করে রামপুর এলাকায় বসবাস শুরু করেন আরজেদ শেখ। এই ঘটনার পর তার প্রথম পক্ষের মেয়ে আরজিনা ও ছোট ছেলে আশরাফুল হক দিদার বাড়িতে থাকতে শুরু করে। ২০১৩ সালের আগস্টে এক আত্মীয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে অংশ নিতে আশরাফুলকে সঙ্গে নিয়ে বাবার বাড়িতে যায় আরজিনা। তখন আরজেদ শেখ আশরাফুলকে কয়েকদিন নিজের কাছে রেখে দিয়েছিল। কিন্তু এরপর থেকে সে নিখোঁজ হয়ে যায়। দিদি আরজিনা থানায় নিখোঁজের অভিযোগ জানালেও আশরাফুলের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। কয়েক বছর পর, ২০২৪ সালের ১৫ জুলাই বাড়ির ভিটেতে মাটি কাটতে গিয়ে আরজিনার কোদালের কোপে উঠে আসে স্কুল পোশাক ও হাড়গোড়। কোমরে বাঁধা নাইলনের জালি দেখে আরজিনা নিশ্চিত হন, সেটি তার ছোট ভাই আশরাফুলের দেহাবশেষ। সেই খবর দৈনিক আপনজন-এ প্রকাশিত হয় ২০২৪ সালের ১৬ জুলাই। সেই খবর ছড়িয়ে পড়তেই চাঞ্চল্য দেখা দেয় ভগবানগোলা থানার কুঠিরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রামপুর এলাকায়। সেদিনই পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন দিদি আরজিনা খাতুন। দিদা জাসু বেওয়ার দাবি, “আমার নাতিকে তার বাবা আর সৎমা মিলে খুন করেছে। আমরা ন্যায়বিচার চাই।” অবশেষে পুলিশের তদন্তে সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। বাবা গ্রেপ্তার হওয়ার খবর পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন আরজিনা। তিনি বলেন, “অবশেষে আমার ভাইয়ের হত্যাকারী ধরা পড়ল। এতদিন ধরে শুধু এই দিনের অপেক্ষায় ছিলাম। দোষী আমার বাবা হলেও তার উপযুক্ত শাস্তি হোক।” সব মিলিয়ে আশরাফুল হত্যায় বিচারের আশায় দিন গুনেছে ভগবানগোলার কুঠিরামপুর।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ট্রেনের ধাক্কা বাইককে, জোর রক্ষা যুবকদের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: শুক্রবার আনুমানিক দুপুরে হাওড়ার দক্ষিণ-পূর্ব রেলের বাউড়িয়া পশ্চিম রেলগেট বন্ধ থাকা অবস্থায় দুই যুবক বাইক নিয়ে রেলগেট পারাপার করার করছিল। সেই সময় হাওড়াগামী ট্রেনটি ছুটে আসতে দেখে রেললাইনেই বাইক ফেলে পালায় ওই দুই যুবক। তবে বরাত জোরে ওই দুই যুবক রক্ষা পেলেও, গাড়ির সম্পূর্ণ অংশ দুমড়ে মুচড়ে যায় বাইকটি। ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় রেল পুলিশ। ঘটনাস্থলে ভিড় জমায় স্থানীয়রা। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এইভাবেই চলে বেআইনি রেলগেট পারাপার।

কুলিতে মেয়াদ উত্তীর্ণ সামগ্রী বিক্রির অভিযোগ রেস্টুরেন্টের বিরুদ্ধে

সাবের আলি ● বড়ঞা

আপনজন: বাচ্চাদের খাবার, চাওমিনের, শশ সহ একাধিক মেয়াদ উত্তীর্ণ সামগ্রী বিক্রি করার অভিযোগ এক খাবারের দোকান দারের বিরুদ্ধে। জনৈকি ক্রেতা নজরুল ইসলামের অভিযোগ, চাওমিন নিতে গেলে শশের বোতলের মেয়াদ উত্তীর্ণ দেখতে পান ওই ক্রেতা। স্থানীয়দের দাবি, বিষয়টি দোকানদারকে জানালে তাতে ভ্রূক্ষেপ করতে চাননি দোকান মালিক। পরবর্তীতে স্থানীয়রা গিয়ে দেখতে পান ওই দোকানের একাধিক সামগ্রীর মেয়অদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। যা দিনের পর দিন ওই রেস্টুরেন্ট বেচে চলেছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনা সামনে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়ায় কুলি মেলার মধ্যে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বড়ঞা থানার পুলিশ। আর এক ক্রেতা সঞ্জিত কুমার সাহা বলেন, মেলা দেখতে এসেছিলাম বাচ্চাদের নিয়ে। রেস্টুরেন্টে ঢুকে দেখি মেয়াদ উত্তীর্ণ শশের বোতল। তাই

খাবারে দেওয়া হচ্ছে। এই খাবার খেলে বাচ্চা বৃদ্ধা সবাই অসুস্থ হয়ে পড়বে। তিনি আরো বলেন, এটা প্রশাসনের দেখা উচিত। তবে এ বিষয়ে ডাক্তারবাবুদের মত, মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবারগুলিতে তার গুণমান থাকে না। এই খাবারগুলো খেলে অসুস্থ হতে পারে। এমেনকী শরীরের মধ্যে বিভিন্ন সংক্রমণ দেখা দিতে পারে। তাই ডাক্তার বলেন মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবারগুলি খাবেন না। যদিও মেয়াদ উত্তীর্ণ শশ হোটেলের খাবারে ব্যবহারের অভিযোগ নিয়ে কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি দোকান মালিকের। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গ ক্রেতা সুরক্ষা আইনের অধিকারে বলা হয়েছে জীবন ও স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক বস্তুর বিপণনের বিরুদ্ধে নিরাপত্তার অধিকার। পণ্যের গুণমান, পরিমাণ, শুদ্ধতা, মান এবং দামের সম্পর্কে তথ্যের অধিকার। তবে আমাদের প্রতিনিধি সেই খবর সংগ্রহ করতে গেলে মেলাতে থাকা কিছু যুবক খবর সম্প্রচার করতে বারণ করে। কিন্তু জনগণের মঙ্গলের কথা ভেবে খবর পরিবেশন থেকে বিরত থাকেনি ‘আপনজন।’

ফারাক্কার সাঁকোপাড়া হল্ট স্টেশনে ট্রেন অবরোধ এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদের ফারাক্কার সাঁকোপাড়া হল্ট স্টেশনে ট্রেন অবরুদ্ধ করলো এলাকাবাসি। কাটিহার এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপেজ সহ নানাবিধ দাবিতে শুক্রবার সকালে প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে মালদা গামী মালবাহী ট্রেন এবং জঙ্গিপুর গামী একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেন। ফারাক্কা রেলওয়ে প্যাসেঞ্জার ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের উদ্যোগে এই রেল অবরোধ কর্মসূচিতে প্রচুর মানুষের সমাগম হয়। ট্রেন অবরুদ্ধ করে দেওয়ার পাশাপশি দফায় দফায় স্লোগান চলে। রেল অবরোধ রুখতে প্রচুর রেল পুলিশ এবং নিরাপত্তা প্রদান করা হয়। ঘটনায় পৌঁছান মালদা ডিভিশনের এডিআরএম শিবকুমার প্রসাদ। গ্রামবাসীদের দীর্ঘক্ষন ট্রেন অবরোধের পর অবশেষে এক মাসের মধ্যে কাঠিহার এক্সপ্রেস এর ট্রেনের স্টপেজের আশ্বাস দেওয়া হয়।
তারপরেই অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। যদিও এক মাসের মধ্যেই দাবি পূরণ না হলে ফের বৃহত্তর আন্দোলনের হুশিয়ারি দেন এলাকাবাসি। ট্রেন অবরোধ ঘিরে ব্যাপক শোরগোল সৃষ্টি হয়।

২০২৬ বিধানসভায় ২৫০-এর বেশি সিট পাবে তৃণমূল: অসিত মজুমদার

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: শুক্রবার সকালে চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার জনসংযোগে বেরিয়ে আশাবাদী কণ্ঠে জানালেন, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস ২৫০-এর বেশি আসনে জয়লাভ করবে। তিনি স্পষ্টভাবে বলেন, এটি ভোটের প্রচার নয়, বরং দলের নীতিগত অবস্থান অনুযায়ী সারাবছর সাধারণ মানুষের পাশে থাকার একটি উদ্যোগ।
শুক্রবার সকালে চুঁচুড়ার দেবানন্দপুর পঞ্চায়েতের লালবাবা আশ্রম মাঠ এলাকায় পৌঁছে বিধায়ক অসিত মজুমদার স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন ও তাঁদের অভাব-অভিযোগ শোনেন। বেশ কয়েকজন বাসিন্দা জানান, আগে পানীয় জলের সমস্যা ছিল, কিন্তু বর্তমানে সেই সমস্যা মিটে গেছে। তবে রাস্তাঘাট ও নিকাশির সমস্যা এখনও রয়ে গেছে, বিশেষ করে আশ্রম মাঠ এলাকাটি নিচু হওয়ায় সামান্য বৃষ্টি হলেই জল জমে যায় এবং আশেপাশের বাড়িগুলিতে জল ঢুকে পড়ে।
এ বিষয়ে বিধায়ক বলেন, “এই

এলাকায় জমির দাম কম হওয়ায় মানুষ সেগুলো কিনেছেন, তবে আমরা চেষ্টা করছি নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতি করতে। ইতিমধ্যেই বহু জায়গায় রাস্তা ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করেছি। আগামী দিনেও সব সমস্যার সমাধান হবে।”
এলাকার এক বাসিন্দা বলেন, “আগে এখানে কিছুই ছিল না। তৃণমূল সরকার আসার পর আমরা অনেক কিছু পেয়েছি। তাই আমরা দলের পাশে আছি এবং ভবিষ্যতেও থাকব।”বিধায়ক অসিত মজুমদার বলেন, “২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল ২৫০-এর বেশি আসন পাবে। আমরা সারা বছরই মানুষের পাশে থাকি, তাঁদের সমস্যার সমাধান করি। এবারের ভোটেও মানুষ আমাদের উপর আস্থা রাখবে।”
যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তিনি চুঁচুড়া বিধানসভা থেকে ফের প্রার্থী হচ্ছেন কি না, তখন তিনি বলেন, “আমি প্রার্থী হব কি না, সেটা দল ঠিক করবে। তবে যেই দাঁড়াক, জয় নিশ্চিত।”
বিধায়কের এই মন্তব্য ঘিরে চুঁচুড়া ও তার আশেপাশের এলাকায় রাজনৈতিক চর্চা শুরু হয়েছে। আগামী নির্বাচনে তৃণমূলের কৌশল কী হবে এবং দলের প্রার্থী তালিকায় কী পরিবর্তন আসবে, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে।

সুন্দরবনে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে জলদস্যুদের কবলে

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● সুন্দরবন

আপনজন: এবার জলদস্যুদের কবলে দুই মৎস্যজীবী সুন্দরবনে। কাঁকড়া ধরতে নৌকোয় দুই মৎস্যজীবী গিয়েছিলেন সুন্দরবনের আরবেশের জঙ্গলে। আর সেখানে আচমকা জলদস্যুর হানা। মারধর করে চোখের সামনেমোবাইল সহ যা ছিল, তা নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। খালি নৌকো নিয়ে প্রাণ বাঁচিয়ে কোনওক্রমে ঘরে ফিরলেন মৎস্যজীবীরা। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সুন্দরবন কোস্টাল থানার পুলিশ। সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অংশের বাসিন্দাদের পেটের তাগিয়ে নিয়মিত যায় গভীর জঙ্গলে। সেখানে প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর সাথে লড়াই করে তাঁরা । বহু মৎস্যজীবী বাঘের কবলে পড়েন। মৃত্যুর ঘটনাও নেহাত কম ঘটে না। তা সত্ত্বেও উপার্জনের তাগিদে কাঁকড়া,মাছ ধরতে মৎস্যজীবীদের যেতেই হয়। বৃহস্পতিবার সুন্দরবন কোস্টাল থানার ছোট মোল্লাখালির বাসিন্দা দুজন মৎস্যজীবী গিয়েছিলেন আরবেশের জঙ্গলে। হঠাৎ ৫ থেকে ৬ জনের একটি দল হামলা চালায় তাদের নৌকোয়। অভিযোগ, দুই মৎস্যজীবীকেই বেধড়ক মারধর করা হয়। তাঁদের কাছে থাকা মোবাইল,জাল ও যাবতীয় সবকিছু ছিনিয়ে নেয় দুষ্কৃতীরা। বাধা দিয়েও কোনও লাভ হয়নি। এমনকি তাদের মারধর করা হয়। এরপর আহত অবস্থায় খালি নৌকো নিয়ে কোনও ক্রমে নিজেদের প্রাণ বাঁচিয়ে ঘরে ফেরেন ওই মৎস্যজীবীরা। শুক্রবার বেলায় তাঁরা সুন্দরবন কোস্টাল থানায় অভিযোগ দায়ের করে। আর তাঁর পরেই অভিযুক্তদের খোঁজে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ও বনদপ্তর। এই ঘটনায় প্রবল আতঙ্ক ছড়িয়েছে মৎস্যজীবীদের মধ্যে। বারবার এই ঘটনায় আতঙ্কিত মৎস্যজীবিরা। আর এই ঘটনার পুলিশ প্রশাসনের ব্যর্থতাকেই দায়ী করেছেন মৎস্যজীবীদের পাশে থাকা মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর। শুক্রবার এপিডিআরের দ:২৪ পরগনা জেলা সহসম্পাদক মিঠুন মন্ডল বলেন, সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান না থাকায় তাঁরা মাছ কাঙড়া ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। আর তাদের ওপর জলদস্যুদের হানার পরেও পুলিশ প্রশাসনের হেলদোল নেই কেন। আমরা চাই অবিলম্বে দোষীদের গ্রেফতার করুক পুলিশ।

নন্দনপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় খড় বোঝাই লরি আগুনে পুড়ে ছাই

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: পূর্ব বর্ধমানের মাধবডিহি থানার নন্দনপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় শুক্রবার সকালে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। সকাল আনুমানিক ৬টা থেকে ৬টা ৩০ মিনিটের মধ্যে একটি খড় বোঝাই লরিতে আগুন লেগে পুরো লরিটি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার থেকে বর্ধমান-আরামবাগ ৭ নং রাজ্য সড়কের নন্দনপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় রাস্তার ধারে বেশ কয়েকটি খড় বোঝাই লরি দাঁড়িয়ে ছিল। শুক্রবার সকালে হঠাৎ করেই একটি লরিতে আগুন ধরে যায়। দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে এবং পুরো লরিটি দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। স্থানীয়রা এবং পুলিশের তৎপরতায় ঘটনার খবর আরামবাগ দমকল কেন্দ্রে পৌঁছায়। খবর পেয়ে দমকল

কর্মীরা একটি ইঞ্জিন নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান। মাধবডিহি থানার ওসি অনুপ দে এবং জেলা পুলিশের এক আধিকারিকও ঘটনাস্থলে হাজির হন। পুলিশ, দমকল কর্মী এবং স্থানীয়দের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বেশ কয়েক ঘন্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। তবে ততক্ষণে খড় বোঝাই লরিটি সম্পূর্ণভাবে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এই ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তবে কোনো প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি। পুলিশ এবং দমকল বিভাগের তৎপরতায় বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে। ঘটনার কারণ এখনও অস্পষ্ট, তবে তদন্ত চলছে বলে জানা গেছে।

উৎসবের রাতে পুড়ে ছাই গৃহস্থর বাড়ি

দেবাশীষ পাল ● মালদা

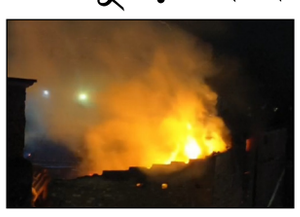

আপনজন: পবিত্র শবে বরাত উৎসব উপলক্ষে বাড়ি কে আলোকিত করতে মোমবাতি জ্বালিয়েছিলেন বাড়ির ছোট ছেলে মেয়েরা। আর সেই মোমবাতি থেকেই ঘটলো বিপত্তি। আগুনে পুড়ে ছাই এক গৃহস্থ বাড়ি। ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য মালদার ইংরেজবাজার ব্লকের মিল্কি অঞ্চলের হাবিবুদ্দিন পাড়া

এলাকায়। জানা গেছে ক্ষতিগ্রস্ত গৃহস্থ বাড়ি মালিকের নাম আমিরুদ্দিন শেখ। জানা যায় এদিন রাতে শবে বরাত উৎসব উপলক্ষে বাড়ির চারপাশ আলোকিত করতে মোমবাতি জ্বালিয়ে উৎসব পালন করছিলেন বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েরা। ঠিক সেই সময় মোমবাতি থেকে কোনভাবে আগুন ছড়িয়ে পড়ে বাড়িতে। ঘটনা দেখে স্থানীয়রা আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। এরপর খবর দেওয়া হয় দমকলে। দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে বলে জানা যায়।

ব্রিটিশদের অধীনেই থাকতে চাই, চাগোস দ্বীপবাসীর আকুতি

সারে-জমিন

১ টাকা কেজি টমেটো, দাম পাচ্ছেন না চাষিরা

রূপসী বাংলা

সৌদি আরব যেভাবে ফিলিস্তিন প্রশ্নে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে

সম্পাদকীয়

মাধ্যমিক ২০২৫ শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি: ভূগোল

স্টাডি পয়েন্ট

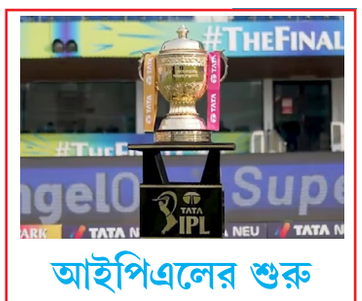

আইপিএলের শুরু আবারও পিছিয়ে গেল এক দিন

খেলতে খেলতে

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শনিবার
১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫
২ ফাল্গুন ১৪৩১
১৬ শাবান ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 20 ■ Issue: 45 ■ Daily APONZONE ■ 15 February 2025 ■ Saturday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

ওয়াকফ বিল পাশ হলে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য নীতীশ, নাইডুকে ক্ষমা করবে না মুসলিম সম্প্রদায়: ওয়াইসি

আপনজন ডেস্ক: বিতর্কিত ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল নিয়ে যৌথ সংসদীয় কমিটির (জেপিসি) রিপোর্ট বৃহস্পতিবার সংসদের উভয় কক্ষে পেশ করা হয়। বিরোধীদের অভিযোগ, ওয়াকফ নিয়ে চূড়ান্ত রিপোর্টে নাম লেখাতেই বিরোধী সাংসদদের ইস্যু করা নোট সরিয়ে ফেলা হয়েছে। অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন সভাপতি এবং লোকসভার সাংসদ আসাদুদ্দিন ওয়াইসিও যৌথ সংসদীয় কমিটির অংশ ছিলেন। কমিটির কাজকর্মের কড়া সমালোচনা করেছেন তিনি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বিরোধীদের সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে এবং ডিসেন্ট নোটের রিপোর্ট থেকে তাদের বাদ দেওয়ার বিষয়ে দীর্ঘ কথা বলেছেন। ওয়াইসি বলেন, কমিটির বৈঠক একেবারেই ভুল ভাবে হয়েছে। স্পিকার (বিজেপি সাংসদ জগদম্বিকা পাল) নিজের সুবিধার অপব্যবহার করেছেন এবং কমিটির সদস্যদের সঙ্গে ভুল আচরণ করেছেন। কমিটির মেয়াদ আইনসভার অধিবেশন

শেষ হওয়া পর্যন্ত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তার আগেই কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। তাছাড়া শেষ মুহূর্তে খসড়াটি আমাদের সামনে পেশ করা হয়। আমরা কীভাবে কয়েক ঘন্টার মধ্যে এটিতে একটি ভিন্নমত নোট দিতে পারি? ওয়াইসি বলেন, তেলুগু দেশম পার্টি, জনতা দল (ইউনাইটেড) ও লোক জনশক্তি পার্টির (রামবিলাস) জানা উচিত যে তারা অসাংবিধানিক কাজ করছে। তারা ওয়াকফ ধ্বংসে অবদান রাখছে। এভাবে সংখ্যালঘু মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার নামে নির্লজ্জ নীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশ সামনে বেরিয়ে আসবে। এই বিল আইনে পরিণত হলে মুসলিমরা এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য নীতীশ কুমার, চন্দ্রবাবু নাইডু এবং চিরাগ পাসোয়ানকে কখনই ক্ষমা করবে না।

আরএসএস প্রধানের সভা করার অনুমতি মিলল বাংলায়

আপনজন ডেস্ক: রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) একটি সমাবেশে সংগঠনের ‘সরসঙ্ঘচালক’ মোহন ভাগবতের বক্তব্য রাখার অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। লাউডস্পিকার ব্যবহার নিয়ে আশেপাশের স্কুলগুলিতে মাধ্যমিক পরীক্ষা চলার কারণে রাজ্য সরকার অনুমতি না দেওয়ার পরে বিচারপতি অমৃতা সিনহা সমাবেশ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেন। সমাবেশটি রবিবারে নির্ধারিত ছিল উল্লেখ করে বিচারপতি সিনহা বলেছিলেন: স্বীকার করতেই হবে, মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে। তবে যেহেতু অনুষ্ঠানটি রবিবার ছুটির দিন এবং তাও মাত্র ১ ঘন্টা ১৫ মিনিটের জন্য এবং রাজ্যের উত্তরদাতাদের নির্দেশ অনুসারে, এলাকার নিকটতম স্কুলটি সাই কমপ্লেক্স থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে, তাই পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীদের কোনও হস্তক্ষেপ বা বিরক্তি সৃষ্টি করার কোনও সুযোগ নেই। আদালত, সেই অনুযায়ী, আবেদনকারীকে এমনভাবে অনুষ্ঠান পরিচালনা করার অনুমতি দেয় যাতে এটি তাদের পরীক্ষার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকা কোনও পরীক্ষার্থীর কোনও অসুবিধার কারণ না হয়।

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে সুপারিশকারীদের তালিকায় বহু বিধায়ক ও সাংসদের নাম

আপনজন ডেস্ক: অনেকটাই কেঁচো খুঁড়তে কেউটে। প্রাথমিকে নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতিতে এবার নাম জড়াল রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ভাই দিব্যেন্দু অধিকারী থেকে শুরু করে বিজেপি নেত্রী ভারতী ঘোষ, রাজ্যসভার দস্য মমতাবালা ঠাকুর, বিধায়ক শওকাত মোল্যা সহ আরও বেশ কয়েকজন বিধায়কের।

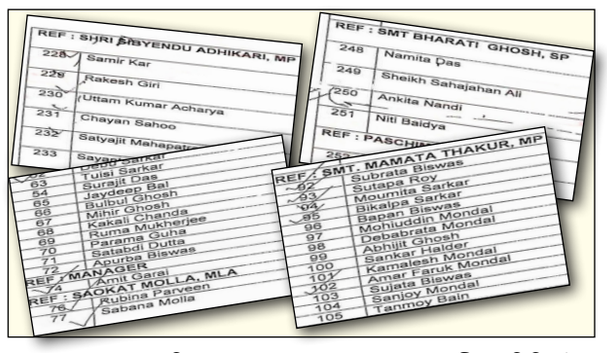

এই সব উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব তাদের পছন্দের প্রার্থীদের নামের তালিকা পাঠিয়েছিলেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর কাছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের চার্জশিটেই ওই চাঞ্চল্যকর তথ্য রয়েছে। আর ওই খবর জানাজানি হতেই রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। তবে সুপারিশ করা সব প্রার্থীদের যে চাকরি হয়েছে এমনটা নয়। কিন্তু বেশিরভাগেরই চাকরি হয়েছে।

এতদিন রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপি প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে আঙুল তুলছি। এবার তা অনেকটা বুমেরাং হয়ে তারাও বাদ যাচ্ছে না। বিশেষ করে, রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু যখন রাজ্য বিধানসভা তোলপাড় করে বেড়াচ্ছেন শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে। এমনকী পথে প্রান্তরে মিটিং মিছিল করছেন, তখন তার নিজের সাংসদ ভাই দিব্যেন্দু অধিকারী জড়িয়ে পড়লেন সুপারিশ করে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার বিষয়ে। যদিও সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারী এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে রাজি হননি। তাঁর কথায়,'আগে চার্জশিট পড়ে দেখি তার পর বলব। বেশ কয়েকজন পরীক্ষার্থীর পরীক্ষাকেন্দ্র বদলের কথা বলেছিলেন।

প্রাথমিকে শিক্ষক ও অন্যান্য নিয়োগ নিয়ে তদন্তে নেমে গত বছর জুন মাসে বিকাশ ভবনের ওয়্যারহাউসে অভিযান চালিয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। ওই তল্লাশিতে উদ্ধার হয়েছিল প্রচুর নথি। সেই নথিতেই দিব্যেন্দু অধিকারী সহ বিজেপি অনেকে নেতা-নেত্রীর নামের পাশাপাশি তৃণমূল সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর এবং শওকত মোল্লাদেরও নাম পেয়েছেন তদন্তকারীরা। সিবিআই সূত্রের খবর,রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে চিঠি পাঠিয়ে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করেছিলেন রাজ্যের একাধিক প্রভাবশালী নেতা-নেত্রীরা। তাঁরা যাদের নাম সুপারিশ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই চাকরিও পেয়েছেন। সিবিআইয়ের পেশ করা চার্জশিটে দেখা যাচ্ছে, মোট ৩২৪ জনের নাম সুপারিশ করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে ১৩৪ জন চাকরি পেয়েছিলেন বলেও জানানো হয়েছে সিবিআইয়ের চার্জশিটে। কারা ওই সুপারিশ করেছিলেন তাঁদের নাম-পরিচয়ও উল্লেখ করা হয়েছে। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ভাই দিব্যেন্দুর নামের পাশে সাংসদ লেখা। এক সময়ে তমলুক থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ ছিলেন শিশির অধিকারীর পুত্র। দাদা শুভেন্দু বিজেপিতে যোগদানের পর তিনিও গেরুয়া শিবিরে নাম লেখান। কিছু নাম সরাসরি কোনও একটি অফিসে সুপারিশ করা হয়েছিল। বোঝার সুবিধার জন্যই ‘রিসিভড অ্যাট অফিস’ লিখে রাখা হয়েছিল নথিতে। সিবিআই সূত্রে খবর, সুপারিশকারী প্রার্থী তালিকা তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় পাঠিয়ে দিতেন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যের কাছে। প্রাথমিকে চাকরির সুপারিশকারী হিসেবে অন্য যেসব বিধায়ক কিংবা রাজনীতিকদের নাম সামনে এসেছে তারা হলেন, নির্মল ঘোষ, বীণা মণ্ডল, শওকত মোল্লা, শ্যামল সাঁতরা, রমেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, গুলশন মল্লিক, রাজ চক্রবর্তী। তবে সবচেয়ে বেশি সুপারিশ করেছেন বিধায়ক শ্যামল সাঁতরা। তিনি ২২ জনের নাম সুপারিশ করেছেন। এর পরে রয়েছেন মমতাবালা ঠাকুর। তার সুপারিশকারীর সংখ্যা ২০। নির্মল ঘোষ ১৬ জনের নাম, বীণা মণ্ডল ১৩ জনের নাম, দিব্যেন্দু অধিকারী ১১ জনের নাম শুলশন মল্লিক ১০ জনের নাম, রমেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ৫ জনের নাম, ভারতী ঘোষ ৪ জনের নাম ও শওকাত মোল্লা ২ জনের নাম সুপারিশ করেছেন।

ম্যানহোলে মৃত্যু

রিপোর্ট তলব মানবাধিকার কমিশনের

আপনজন ডেস্ক: শুক্রবার জাতীয় মানবাধিকার কমিশন জানিয়েছে, সম্প্রতি কলকাতার একটি লেদার কমপ্লেক্সের ম্যানহোলে প্রবেশের সময় বিষাক্ত গ্যাসে শ্বাস নেওয়ার পরে তিন নির্মাণ শ্রমিক ডুবে যাওয়ার খবরের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে নোটিশ জারি করা হয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (এনএইচআরসি) এক বিবৃতিতে বলেছে, প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু যদি সত্য হয়, তাহলে তা ভুক্তভোগীদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের গুরুতর বিষয় উত্থাপন করে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে গত ২ ফেব্রুয়ারি কলকাতা লেদার কমপ্লেক্সের একটি নিকাশি জয়েন্টের ১০ ফুট গভীর ম্যানহোলে ঢুকে বিষাক্ত গ্যাসে শ্বাসরুদ্ধকর গ্যাসে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যান বলে যে খবর প্রকাশিত হয়েছে, সে বিষয়ে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ৩ ফেব্রুয়ারি মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটির অধীনে একটি নিকাশি ব্যবস্থার একটি অংশ সংস্কারের জন্য একটি ঠিকাদার তাদের মোতায়েন করেছিল।

আশ শিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং

❑ জগন্নাথপুর ❑ সহরার হাট ❑ ফলতা ❑ দঃ ২৪ পরগণা পিন- ৭৪৩৫০৪

মেয়েদের সুরক্ষা আমাদের কাছে অগ্রগণ্য।
এবং একই ক্যাম্পাসে হাসপাতাল ও নার্সিং স্কুল

আর ভিন রাজ্যে নয়!
মেয়েদের নার্সিং স্কুল
এখন
ফলতার সহরারহাটে

২০২৪-২৫ বর্ষে
GNM
কোর্সে
ভর্তি চলছে

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০ বেড সমৃদ্ধ নিজস্ব হাসপাতালে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- জেলায় প্রথম একই ক্যাম্পাসে হাসপাতাল ও নার্সিং স্কুল।
- উন্নত পরিকাঠামোযুক্ত সুপরিসর ভবন।

অন্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক কম কোর্স ফিজ - 2.5 লাখ

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা আছে

সায়েন্স / আর্টস / কমার্স---
যেকোন স্ট্রিমে HS-এ
40% নম্বর পেলেই ভর্তি হতে পারবেন

যোগাযোগ
6295 122 937
9732 589 556
www.ashsheefahospital.com

ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর), MBBS, MD, Dip Card

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

২০ বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা, ২ ফাল্গুন ১৪৩১, ১৬ শাবান ১৪৪৬ হিজরি

মহিমান্বিত রজনি

গতকাল ছিল পবিত্র শবেবরাত। ফারসি শব্দ 'শব' অর্থ রাত্রি। আর বরাত অর্থ মুক্তি; অর্থাৎ শবেবরাত অর্থ মুক্তির রজনি। আরবিতে ইহাকে বলা হয় 'লাইলাতুল বারাআত'। ইহার অর্থও একই, অর্থাৎ মুক্তির রাত্রি। হিজরি সালের অষ্টম মাস শাবান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত্রিকে শবেবরাত বলা হয়। পবিত্র কুরআন শরিফে লাইলাতুল কদরের কথা সুস্পষ্ট বলা হইয়াছে। এমনকি সুরাতুল কদর নামে এই সম্পর্কিত একটি স্বতন্ত্র সুরাও রহিয়াছে; কিন্তু আল কুরআনে লাইলাতুল বারাআতের কথা বলা হয় নাই। ইহার প্রসঙ্গটি আসিয়াছে আসলে হাদিস শরিফে। হাদিসের পরিভাষায় ইহার নাম 'লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান', তথা মধ্য-শাবানের রজনি। এই রাত্রির তাৎপর্য সম্পর্কে হাদিসে বলা হইলেও তাহাকে উপেক্ষা করিবার কোনো কারণ নাই। মূলত মহিমান্বিত রাত্রিসমূহের অন্যতম লাইলাতুল বারাআত।

ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী, এই রাত্রিতে মহান আল্লাহ তাহার বান্দাদের ক্ষমা করেন, দোয়া কবুল করেন এবং অনুগ্রহ প্রদান করেন। এই জন্য বিশেষ এই রাত্রিটি মুসলিম বিশ্বে ইবাদত-বন্দেগির মাধ্যমে পালন করা হয়। এই রাত্রি সম্পর্কে একটি সহিহ হাদিস পাওয়া যায় সুনানে ইবনে মাজাহ্-এর ইকামাতুস্ সালাত অধ্যায় হইতে। হজরত আবু মুসা আশয়ারি (রা.) হইতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (স.) বলিয়াছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ-তায়ালা মধ্য-শাবানের রাত্রিতে সমস্ত সৃষ্টির দিকে বিশেষ নজর প্রদান করেন এবং মুশরিক ও হিংসুক ব্যতীত সবাইকে ক্ষমা করিয়া দেন। কোনো কোনো হাদিসে ব্যভিচারিণী ও নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যাকারীর কথাও বলা হইয়াছে, যাহারা ক্ষমার অযোগ্য। অন্যদিকে হজরত আয়েশা (রা.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবি করিম (স.) এই রাত্রিতে মদিনার কবরস্থান 'জান্নাতুল বাকি'তে আসিয়া মৃতদের জন্য দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন। তিনি আরো বলেন, নবি (স.) তাহাকে বলিয়াছেন, এই রাত্রিতে বনি কালবের ভেড়া-বকরির পশমের পরিমাণের চাইতেও অধিকসংখ্যক গুনাহগারকে আল্লাহ্-তায়ালা ক্ষমা করিয়া দেন (তিরমিজি শরিফ: ৭৩৯)।

ইহাতে বোঝা গেল, শবেবরাতের রাত্রিতে আল্লাহর নিকট মাগফিরাত কামনা করাটাই বড় আমল। এই জন্য এই রাত্রিতে আমাদের উচিত, বেশি বেশি নফল নামাজ আদায়, ইস্তিগফার, তাসবিহ-তাহলিল, কুরআন তেলাওয়াত, জিকির-আজকার, কবর জিয়ারত ইত্যাদির মাধ্যমে মহান আল্লাহর ক্ষমা লাভ ও অন্যের জন্য অনুরূপ দোয়া করিবার চেষ্টা করা। এই জন্য নির্দিষ্ট সুরা বা নিয়ম-পদ্ধতিতে নামাজ আদায় কিংবা জিকির-আজকার প্রযোজ্য নহে। আবার শুধু বিশেষ রাত্রিতে নহে, আমাদের উচিত, বৎসরের প্রতি রাত্রির শেষাংশের বরকতময় সময়ে তাহাজ্জুদসহ অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগি করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হওয়া। ইহা ছাড়া শবেবরাতের সহিত ভাগ্য পরিবর্তনের কোনো সম্পর্ক নাই।

এইখানে উল্লেখ্য যে, শবেবরাতের ইবাদত ও আমল লইয়া আমাদের সমাজে কিছু প্রচলিত ভুলবিভ্রান্তি রহিয়াছে। ইসলাম মধ্যপন্থাকে শ্রেয় মনে করে। তাই কোনো কিছুর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি কিংবা ছাড়াছাড়ির কোনো অবকাশ নাই। এই রাত্রিতে করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়গুলি সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক; যেমন-রাত্রি জাগরণ করিতে গিয়া যেন ফজরের নামাজ তরক না হয়। ইহা ছাড়া পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী-সকলের জন্য বেশি বেশি দোয়া করা উত্তম। অন্যদিকে অগ্রহণযোগ্য ও বিদআতি কাজকর্ম হইতে বিরত থাকা প্রয়োজন; যেমন-পটকা ফোটানো, তারাবাতি জ্বালানো, আতশবাজি করা ও আলোকসজ্জাসহ উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি করা ইত্যাদি। এই ধরনের কাজ ইসলামের মূল আদর্শের পরিপন্থি। এই রাত্রি উপলক্ষ্যে হালুয়া-রুটিসহ বিশেষ খাবারদাবার রান্না করাও অপরিহার্য নহে। আবার ইহা উপলক্ষ্যে মসজিদে বা পাড়ায়-পাড়ায় হইচই বা শোরগোল করাও অনুচিত। দলবদ্ধভাবে কবর জিয়ারতের কথাও কোথাও বলা হয় নাই। যেহেতু আজ ইহার পাশাপাশি পহেলা ফাল্গুন ও বিশ্ব ভালোবাসা দিবসও পালন করা হইবে, তাই এই ব্যাপারে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদা সতর্ক থাকিতে হইবে। যাহাতে এই ধরনের কোনো অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে কেহ অশ্লীলতা বা উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দিতে না পারে।

• • • • • • • • • • • • •

সৌদি আরব যেভাবে ফিলিস্তিন প্রশ্নে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে

সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান (এমবিএস) একসময় রাজপরিবারের শক্তিশালী সদস্যদের তীব্র বিরোধিতার মুখে ছিলেন। তখন তিনি বুঝতে পারেন যে ক্ষমতার পথ সুগম করতে হলে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন পেতে হবে। ২০১৭ সালে তিনি গোপনে ইসরায়েল সফর করে প্রভাবশালী ইহুদি গোষ্ঠীর মন জয়ের চেষ্টা চালান। ফিলিস্তিন ইস্যুতে প্রকাশ্য অবজ্ঞা দেখিয়ে তিনি পশ্চিমা বিশ্বকে আকর্ষণ করেন। লিখেছেন **ডেভিড হার্স্ট** ।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু সৌদি আরবের সঙ্গে গোপন সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন বলে দাবি করেছিলেন। বহু বছর ধরে গড়া সম্পর্ক মাত্র কয়েক দিনে ভেঙে পড়তে শুরু করেছে। সৌদি রাজতন্ত্র ও ইসরায়েলের সম্পর্ক কেবল রাষ্ট্রীয় স্বার্থের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠেনি, বরং ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষও এতে বড় ভূমিকা রেখেছে।

সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান (এমবিএস) একসময় রাজপরিবারের শক্তিশালী সদস্যদের তীব্র বিরোধিতার মুখে ছিলেন। তখন তিনি বুঝতে পারেন যে ক্ষমতার পথ সুগম করতে হলে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন পেতে হবে। ২০১৭ সালে তিনি গোপনে ইসরায়েল সফর করে প্রভাবশালী ইহুদি গোষ্ঠীর মন জয়ের চেষ্টা চালান। ফিলিস্তিন ইস্যুতে প্রকাশ্য অবজ্ঞা দেখিয়ে তিনি পশ্চিমা বিশ্বকে আকর্ষণ করেন।

এর এক বছর পর, তিনি ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসকে কঠোর ভাষায় আক্রমণ করে বলেন, ফিলিস্তিনিদের উচিত ইসরায়েলের সঙ্গে আলোচনা করা, নতুবা 'চুপ করে থাকা'। হামাসের নেতৃত্বে ইসরায়েলে হামলা চালানোর আগপর্যন্ত এমবিএস ক্রমেই আব্রাহাম চুক্তিতে স্বাক্ষর করার কাছাকাছি চলে এসেছিলেন। আব্রাহাম চুক্তি হচ্ছে ইসরায়েল এবং বেশ কয়েকটি আরব রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য চুক্তি। এমনকি হামলার পরও সৌদি আরব তাদের স্বাভাবিক নীতিতেই অটল ছিল। টানা ১৫ মাস ধরে সৌদি আরবে কোনো ফিলিস্তিনপন্থী প্রতিবাদ করতে দেওয়া হয়নি। এমনকি মক্কায় হাজিদেরও ফিলিস্তিনি পতাকা ওড়ানো বা গাজার জন্য প্রার্থনা করা নিষিদ্ধ ছিল।

সৌদি যুবরাজ এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছ থেকে অপমানও সহ্য করেছেন। প্রেসিডেন্ট হয়ে ট্রাম্প প্রথমে কোন দেশে সফর করবেন, এ প্রসঙ্গে ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, প্রথমে সৌদি আরব ভ্রমণ করলে তাদের যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ৫০০ বিলিয়ন ডলারের চুক্তি করতে হবে। এমবিএস তা মেনে ট্রাম্পকে ফোনকল করে ৬০০ বিলিয়ন ডলারের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু ট্রাম্প দাবি আরও বাড়িয়ে চুক্তির পরিমাণ এক ট্রিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি নিয়ে যান।

ট্রাম্প ফিলিস্তিনিদের সরিয়ে দিয়ে গাজাকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। আর জানান যে গাজা পুনর্গঠনের খরচ বহন করবে উপসাগরীয় দেশগুলো, অর্থাৎ মূলত সৌদি আরব। এই দাবি সৌদি আরবের জন্য বিশেষভাবে অপমানজনক ছিল। এ ছাড়া ট্রাম্প দম্ভের সঙ্গে বলেন যে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের দাবি ছাড়াই সৌদি আরব ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করবে। কিন্তু এই বক্তব্যের ৪৫ মিনিটের মধ্যেই সৌদি আরব এর জবাব দেয়। এতে স্পষ্ট জানানো হয়, সৌদি আরব নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে, যাতে পূর্ব জেরুজালেমকে রাজধানী করে একটি স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যায়। ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র ছাড়া সৌদি আরব ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবে না।

এর জবাবে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু চ্যানেল ফোরটিফে দেওয়া সাক্ষাৎকারে যেন বিদ্রূপ করেই বলেন, সৌদিরা চাইলে সৌদি আরবেই ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গড়ে তুলতে পারে, ওদের কাছে অনেক জমি আছে! সপ্তাহের দ্বিতীয় বিবৃতিতে, রিয়াদ আরও কঠোর ভাষায় জানায়, ফিলিস্তিনিরা তাদের নিজ ভূমির মালিক। তারা কোনো অনুপ্রবেশকারী বা অভিবাসী নয় যে ইসরায়েলি দখলদারেরা ইচ্ছেমতো তাদের উচ্ছেদ করবে।

সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, সুদান ও মরক্কোকে তারা চাপের মুখে ফেলে আব্রাহাম চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়েছিল। ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নেতানিয়াহু একদম স্পষ্ট করেই বলেছেন, এই চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল ফিলিস্তিনিদের রাজনৈতিকভাবে একঘরে করে দেওয়া। এত দিন তিনি সৌদি যুবরাজ ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্টকে আশ্বস্ত করছিলেন যে ইসরায়েল তাদের মিত্র হিসেবে বিবেচনা করবে। কিন্তু এখন তিনি বলছেন, মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েল নিজের শর্তেই 'শান্তি' চাপিয়ে দেবে আর আরব বিশ্ব ইসরায়েলের সামনে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে। এমন পরিস্থিতিতে সৌদি পররাষ্ট্রনীতির মোড় ঘুরে গেছে। সে এখন পাঁচ দশক আগের রাজা ফয়সালের আরব জাতীয়তাবাদী অবস্থানে ফিরে যাচ্ছে। ১৫ মাসের নীরবতার পর এখন ফিলিস্তিন ইস্যুতে আরব দেশগুলোর একটি সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। গত রোববার গভীর রাতে মিসর ঘোষণা করেছে যে ২৭ ফেব্রুয়ারি তারা এক জরুরি আরব সম্মেলনের আয়োজন করবে। সম্মেলনের উদ্দেশ্য হবে ট্রাম্পের ফিলিস্তিনিদের গাজা থেকে উচ্ছেদ করে পুনর্বাসনের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করা।

এই নাটকীয় পরিবর্তনের কারণ কী? কারণ হলো, ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক নীতিতে গণহারে ফিলিস্তিনি জনগণকে স্থানান্তরের বিষয়টি যুক্ত হওয়া। গাজার প্রায় ২০ লাখ ফিলিস্তিনিকে জোর করে বিতাড়িত করলে তা প্রতিটি আরব দেশকে প্রভাবিত করবে। বিশেষত সৌদি আরবের ওপর এর গভীর প্রভাব পড়বে। ইসরায়েলের আগ্রাসীভাবে এই ভূখণ্ড দখল সমগ্র অঞ্চলকে অস্থির করে তুলতে পারে। আর তা হয়তো এখন সময়ের ব্যাপারমাত্র। এর ভয়াবহ পরিণতি সৌদি আরবের জন্যও বিপজ্জনক হবে।

২০১৭ সালে উপসাগরীয় দেশগুলো যে কারণে ফিলিস্তিন সংকটে নীরবতা বজায় রাখতে বাধ্য হয়েছিল, সে পরিস্থিতি এখন আর নেই। অন্যদিকে, সিরিয়ায় অবস্থান হারানোর পর এবং হিজবুল্লাহর সাম্প্রতিক ক্ষয়ক্ষতির কারণে ইরানের প্রতিরোধ জোট দুর্বল হয়ে পড়েছে। তার বিরুদ্ধে চাপ বাড়ানোর ঝুঁকি নিতে রাজি নয় সৌদি আরব। নতুন ইরানি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সৌদি আরবের সম্পর্ক এখন উষ্ণ। সৌদি যুবরাজ এমবিএস চান এই সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখতে।

এমবিএস নিজেও এখন দেশের ভেতর শক্ত ও দৃঢ় পরিস্থিতিতে আছেন। তাঁর ক্ষমতা এখন দৃঢ়। তরুণ প্রজন্মের কাছে তিনি আধুনিক ও সংস্কারপন্থী নেতা হিসেবে জনপ্রিয়। এমবিএসের ক্ষমতার শুরুর দিকে সৌদি আরব মুসলিম বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। এখন আর তেমনটা নেই। সব মিলিয়ে ট্রাম্প ও ইসরায়েল থেকে দূরত্ব বজায় রাখার ঝুঁকি সৌদি আরব নিতে পারে। তাহলে তারা নিজেদের নৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে আবারও আরব ও মুসলিম বিশ্বের কেন্দ্রে নিয়ে আসার সুযোগ পাবে।

ডেভিড হার্স্ট মিডল ইস্ট আই-এর সহপ্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সম্পাদক

মিডল ইস্ট আই থেকে নেওয়া ইংরেজির সংক্ষেপিত অনুবাদ

ট্রাম্প-মোদি বৈঠকে যা যা সিদ্ধান্ত হল

ডয়চে ভেলে

নরেন্দ্র মোদি ও ডনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে বৈঠকে বাণিজ্য বাড়ানো, এফ ৩৫ বিক্রিসহ একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। ভারতীয় সময় শুক্রবার সকালে ডনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদির বৈঠক হয়। হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে 'বন্ধু' নরেন্দ্র মোদিকে আলিঙ্গন করে অভ্যর্থনা জানান ট্রাম্প। তারপর বৈঠক শুরু হয়। সেই বৈঠকে ঠিক হয়, দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ অনেকটা বাড়বে। ২০৩০ এর মধ্যে তা ৫০ হাজার কোটি ডলারে নিয়ে যাওয়া হবে। ভারতকে এফ ৩৫ স্টিলথ যুদ্ধবিমান দেয়া হবে, প্রতিরক্ষা সহযোগিতা ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করা হবে, মুম্বই হামলার পরিকল্পনার পিছনে থাকা সন্ত্রাসী তাহাবুর রানাকে ভারতের হাতে তুলে দেয়া হবে, ভারত অবৈধভাবে ঢোকা সব অভিবাসীকে ফেরত নেবে।

বাণিজ্য চুক্তি হবে

ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে মতৈক্য হয়েছে। বলা হয়েছে, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে খুব বড় আকারে বাণিজ্য চুক্তি হবে। ট্রাম্প বলেছেন, 'আমরা বাণিজ্য নিয়ে ভারতের সঙ্গে কাজ করবো। অদূর ভবিষ্যতে আমরা বড় বাণিজ্য চুক্তির ঘোষণা করবো। সেটা দুই দেশের পক্ষেই খুব ভালো হবে।' মোদিও জানিয়েছেন, 'খুব দ্রুত বাণিজ্য চুক্তি হবে। ২০৩০ সালের মধ্যে দুই দেশের বাণিজ্যের পরিমাণ ৫০ হাজার কোটি ডলারে গিয়ে দাঁড়াবে।' ট্রাম্প বলেছেন, 'আমরা ঐতিহাসিক বাণিজ্যপথ ধরে কাজ করতে একমত হয়েছি। এই বাণিজ্যপথ ভারত থেকে শুরু হয়ে ইসরায়েল হয়ে, ইটালিকে ছুঁয়ে আমেরিকায় আসবে। সড়ক, রেল এবং সমুদ্রগর্ভস্থ পথে চলা এই বাণিজ্য দুই দেশের অনেক সহযোগী দেশকে ছুঁয়ে যাবে।'

মাসুল নিয়ে

মোদির সঙ্গে আলোচনায় বসার আগেই ট্রাম্প ঘোষণা করেন, আমেরিকা পারস্পরিক মাসুল নীতি চালু করল। কোনো দেশে আমেরিকার জিনিসের ওপর শুল্ক থাকলে, ঠিক সেই পরিমাণ শুল্ক তাদের জিনিসের ওপরও আমেরিকা বসাবে। যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে ট্রাম্প বলেছেন, 'ভারতে সবচেয়ে বেশি মাসুল চালু আছে। আমি ওদের দোষ দিচ্ছি না। কিন্তু ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য করতে অসুবিধা হতো। আমরা রেসিপ্রোকাল নেশন। ভারত যে পরিমাণ মাসুল নেবে, আমরাও সমপরিমাণ মাসুল নেব। ন্যায্যতার স্বার্থে তা করতে হবে। আমি সহজ পন্থায় গেছি।'

এফ ৩৫ যুদ্ধবিমান পাবে ভারত

ট্রাম্প জানিয়েছেন, ভারতকে এফ ৩৫ স্টিলথ যুদ্ধবিমান বিক্রি করা হবে। ভারতের সঙ্গে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা বাড়ানো হবে। ট্রাম্প বলেন, আমরা ভারতের সঙ্গে সামরিক অস্ত্র বিক্রির পরিমাণ বহু হাজার কোটি টাকা বাড়াব। আমরা ভারতকে এপ ৩৫ স্টিলথ যুদ্ধবিমান বিক্রি করব। মোদি জানিয়েছেন, ভারত যাতে সামরিক দিক থেকে প্রস্তুত থাকে, তার জন্য যুক্তরাষ্ট্র প্রমুখ ভূমিকা পালন করছে।

মুম্বই হামলার অভিযুক্ত প্রত্যর্পণ

মুম্বইতে ২৬/১১ হামলার অন্যতম অভিযুক্ত তাহাযুর রানাকে ভারতের হাতে প্রত্যর্পণ করবে আমেরিকা। ট্রাম্প জানিয়েছেন, আমরা মুম্বইয়ে ২৬/১১-র অন্যতম অভিযুক্ত এবং একজন ভয়ংকর মানুষকে ভারতের হাতে তুলে দিচ্ছি। যুক্তরাষ্ট্রের তরফে জানানো হয়েছে, সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট এই অভিযুক্তকে ভারতের হাতে তুলে দেয়ার বিষয়ে সম্মতি দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদি জানিয়েছেন, ভারতে তাকে জেরা করা হবে এবং বিচার হবে। ভারতীয় তদন্তকারীদের মতে, পাকিস্তানি মূলের ব্যবসায়ী তাহাযুব রানা মুম্বাই হামলার পরিকল্পনা করেছিলেন।

খালিস্তানিদের প্রসঙ্গে

সাংবাদিক সম্মেলনে ট্রাম্পকে প্রশ্ন করা হয়, ভারতের অভিযোগ, খালিস্তানিরাও আমেরিকায় বসে ভারতের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে, তাদেরও কি ভারতের হাতে তুলে দেয়া হবে? বাইডেনের আমলে আমেরিকায় ভারতীয় গোয়েন্দাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছিল, সে বিষয়ে ট্রাম্পের মত কী? ট্রাম্প বলেন, 'ভারতের সঙ্গে বাইডেনের সম্পর্ক ভালো ছিল না। তখন অনেক কিছু হয়েছে যা ঠিক নয়। আমরা এখনই একজনকে ভারতের হাতে তুলে দিচ্ছি। আরো এরকম মানুষকে তুলে দেওয়া হবে। আমরা অপরাধ নিয়ে ভারতের সঙ্গে কথা বলব।'

অবৈধ অবিবাসীদের ফেরানো হবে

প্রধানমন্ত্রী মোদি জানিয়েছেন, অভিবাসী প্রশ্নটা শুধু ভারতকে নিয়ে নয়। যে কোনো দেশ থেকেই বেআইনিভাবে কেউ ঢুকলে তার সেখানে থাকার কোনো অধিকার নেই। কোনো ভারতীয় ঢুকলে বেআইনিভাবে আমরা তাকে নিতে প্রস্তুত। মোদি বলেছেন, এখানেই বিষয়টি শেষ হচ্ছে না। যারা এভাবে আসছে, তারা সাধারণ পরিবারের সন্তান। তারা প্রতিশ্রুতি ও লোভে পড়ে যায়। তারা একটা সিস্টেমের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। আমরা চেষ্টা করব, এই সিস্টেমকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে। মানব পাচার যাতে না হয়., সেটা নিশ্চিত করব।

মিচ শিন

কিম কি এবার ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আবারও বলেছেন যে তিনি উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং-উনের সঙ্গে সংলাপে বসার জন্য নতুন উদ্যোগ নিতে চান। ৭ ফেব্রুয়ারি ওয়াশিংটনে জাপানের প্রধানমন্ত্রী ইশিবা শিগেরুর সঙ্গে যৌথ সংবাদ সম্মেলন হয়েছিল। সেখানে ট্রাম্প মনে করিয়ে দেন, ২০১৭ সালে কোরীয় উপদ্বীপে তাঁর উদ্যোগে যুদ্ধ ঠেকানো সম্ভব হয়েছিল। তিনি আরও জানান যে সঠিক পরিস্থিতি তৈরি হলে তিনি কিমের সঙ্গে আলোচনায় বসতে প্রস্তুত। ২০১৮ সালে তিনি প্রথম মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে উত্তর কোরিয়ার নেতার সঙ্গে সরাসরি বৈঠক করেছিলেন।

এই ধারণা আরও জোরালো হয়েছে, বিশেষ করে যখন প্রতিরক্ষাসচিব পিট হেগসেথ ও ট্রাম্প উত্তর কোরিয়াকে পারমাণবিক শক্তিধর দেশ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ব্যাপারটি চমকপ্রদ।

দীর্ঘদিন ধরে ওয়াশিংটন আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক ক্ষমতাকে স্বীকার করেনি। এখন জল্পনা হচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্র নতুন কৌশল নিয়ে উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে পারমাণবিক বিষয়ে আলোচনা আবার শুরু করতে পারে। তবে এখন পর্যন্ত ট্রাম্প প্রশাসন উত্তর কোরিয়া নিয়ে নীতিতে কোনো বড় পরিবর্তন আনেনি।

যদি ট্রাম্প প্রশাসন উত্তর কোরিয়া নিয়ে আগের নীতিই বহাল রাখে, তবে কিম কোনো আলোচনার প্রস্তাব সহজে গ্রহণ করবেন না। তিনি এখনো দক্ষিণ কোরিয়া-যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ সামরিক মহড়া এবং এই অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন সামরিক উপস্থিতিকে তাঁর দেশের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে দেখেন।

এ পরিস্থিতিতে ট্রাম্প আবারও সাময়িকভাবে যুক্তরাষ্ট্র-দক্ষিণ কোরিয়ার যৌথ সামরিক মহড়া স্থগিত করার কথা বিবেচনা করতে পারেন। তবে দক্ষিণ কোরিয়ার রক্ষণশীলেরা এই সামরিক মহড়া নিয়ে কখনোই আপস করার পক্ষে নন। তবে ২০১৮ ও ২০১৯ সালে এই মহড়া স্থগিত হয়েছিল। তখন কিম একাধিক শীর্ষ বৈঠকে যোগ দিতে রাজি হয়েছিলেন।

বর্তমানে রাশিয়া ও উত্তর কোরিয়ার মধ্যে সামরিক সহযোগিতা চালু হয়েছে। ফলে এই অঞ্চলের নিরাপত্তা পরিস্থিতি ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। কিম রাশিয়াকে গোলাবারুদ সরবরাহ করেছেন। তাঁর সেনাও সেখানে মোতায়েন করেছেন। বিনিময়ে তিনি মস্কোর কাছ থেকে অর্থনৈতিক সহায়তা ও সমর্থন পেয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। ফলে তিনি এখন ট্রাম্পের সঙ্গে আলোচনায় বসার জন্য কোনো তাড়না অনুভব করছেন না।

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্যের একটি হিসেবে রাশিয়া এখন কিমের জন্য রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করছে। রাশিয়া নতুন নিষেধাজ্ঞা জারিতে বাধা দিচ্ছে। আগের নিষেধাজ্ঞাগুলোর বাস্তবায়নও ঠেকাচ্ছে। এই বাস্তবতায় উত্তর কোরিয়ার পরমাণু আলোচনা আবার শুরু করতে হলে প্রথম শর্ত হতে পারে দীর্ঘদিনের রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান ঘটানো। তাহলে রাশিয়া-উত্তর কোরিয়ার সামরিক জোট কিছুটা দুর্বল হবে।

এদিকে চীনের ওপর চাপ প্রয়োগ করে উত্তর কোরিয়াকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা আগেও করা হয়েছে। তবে দ্বিতীয় ট্রাম্প প্রশাসনের প্রয়োজন হবে নতুন কৌশল। এমন কৌশল যেখানে শান্তি ও সংলাপই হবে মূল লক্ষ্য। এর মানে ট্রাম্পকে 'বড় চুক্তি' করার আশা ছেড়ে দিতে হবে। কারণ, মার্কিন বিশ্লেষকদের মতে, উত্তর কোরিয়ার নেতা কখনোই তাঁর পারমাণবিক অস্ত্র পুরোপুরি ত্যাগ করবেন না। যদিও কিম তাঁর পারমাণবিক অস্ত্রকে আলোচনার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চান না, তবে তিনি হয়তো আবার ইয়ংবিয়ন পারমাণবিক স্থাপনা নিষ্ক্রিয় করা বা আংশিক ধ্বংস করার বিনিময়ে কিছু বড় নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিষয়টি বিবেচনা করতে পারেন। যদি আমেরিকা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে কোরীয় উপদ্বীপের নিরাপত্তাসংকট সমাধান করতে চায় আর তা যদি মার্কিন দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের সমর্থন পায়, তাহলে কিম আবারও ট্রাম্পের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করতে আগ্রহী হতে পারেন। এমন জটিল পরিস্থিতির মধ্যেই দক্ষিণ কোরিয়া নেতৃত্ব-সংকটের মুখে পড়েছে।

কিছুদিন আগে দেশটির প্রেসিডেন্ট ইউন সুক-ইওল সামরিক শাসনের অবৈধ ঘোষণা দিয়ে অভিশংসিত হয়েছেন। ফলে ট্রাম্প তাঁর প্রথম মেয়াদের মতো এবারও দক্ষিণ কোরিয়ার এক 'অস্থায়ী নেতৃত্বের' সঙ্গে কাজ করছেন। এখন তাঁদের কূটনৈতিক প্রভাব খুবই সীমিত।

মিচ শিন ডিপ্লোম্যাটের কোরীয় উপদ্বীপের প্রধান বার্তা প্রেরক ডিপ্লোম্যাটের ইংরেজি থেকে অনুবাদ

প্রথম নজর

গাজার ১৪ ক্যানসার আক্রান্ত শিশুকে পাঠানো হল ইতালিতে

আপনজন ডেস্ক: হামাস-ইসরায়েল যুদ্ধের পর গাজা থেকে আনা কয়েক ডজন ফিলিস্তিনি শিশুকে চিকিৎসার জন্য ইতালিতে পাঠানো হয়েছে। যাদের মধ্যে বেশিরভাগই ক্যান্সারে আক্রান্ত।
মিশরের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, শিশুরা এবং তাদের পরিবার, মোট ৪৫ জন, বুধবার গাজা থেকে রাফা সীমান্ত অতিক্রম করে মিশরে যায়। যেখানে তাদের কায়রোর ইতালীয় হাসপাতালে চিকিৎসা পরীক্ষা করা হয়।
একটি ইতালীয় সামরিক বিমানে তাদের ইতালিতে নিয়ে যাওয়া হয়। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রোমের সিয়াম্পিনো বিমানবন্দরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্তোনিও তাজানি তাদের স্বাগত জানান।
শুক্রবার তিনি বলেন, শিশুদের চিকিৎসা করা এই অঞ্চলে শান্তি ও সংলাপ প্রচারের জন্য ইতালির প্রচেষ্টার অংশ ছিল। সংহতির তৈরির কূটনীতি যা সবচেয়ে ভঙ্গুর এবং অসহায়দের মাঝে আশা ফিরিয়ে আনে।
২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে গাজায় আহত বা রোগে আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসার জন্য ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশে নেয়া হয়। তাদের মধ্যে ইতালি অন্যতম।
২০২৪ সালের জানুয়ারিতে প্রথম ১১ জন ফিলিস্তিনি শিশু ইতালিতে পৌঁছায়। তার পরের মাসগুলিতে আরও কয়েক ডজন শিশু ইতালিতে আসে। কিছুকে বিমানে করে আনা হয় এবং কিছুকে ইতালীয় নৌবাহিনীর জাহাজ ভলকানোতে পরিবহন করা হয়।

আস্ত নৌকাসহ যুবককে গিলে ফেলল তিমি

আপনজন ডেস্ক: সম্প্রতি চিলির উপকূলে ঘটে গেল এক অবিশ্বাস্য ঘটনা! চিলির প্যাটাগোনিয়া অঞ্চলের বরফশীতল পানিতে এক বাবা-ছেলের কায়াকিং অ্যাডভেঞ্চার রীতিমতো দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়। হঠাৎ করেই একটি বিশাল হাম্পব্যাক তিমি এসে ছেলেটিকে গিলে ফেলে!
জানা যায়, ২৪ বছর বয়সি ওই ছেলেটির নাম অ্যাড্রিয়ান সিমানকাস। সম্প্রতি বাবা ডেলের সঙ্গে সাগরে কায়াকিং অ্যাডভেঞ্চারে গিয়েছিলেন তিনি। ঘটনার এক ভিডিওতে দেখা যায়, অ্যাড্রিয়ানের বাবা ডেল যখন দারুণ সব ঢেউয়ের ভিডিও করছিলেন, তখনই আচমকা বিশাল এক তিমি উঠে আসে তার কাছে। মুহূর্তেই তিমিটি অ্যাড্রিয়ানকে তার নৌকাসহ মুখের ভেতরে টেনে নেয়!
তবে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই দেখা যায়, তাকে আবার বের করে দিয়েছে তিমিটি। অবিশ্বাস্য এ ঘটনার অনুভূতি প্রকাশ করে ২৪ বছরের টগবগে অ্যাড্রিয়ান বলেন, আমি অনুভব করলাম যেন একটা বিশাল অন্ধকার গহ্বর আমাকে ঢেকে ফেলল। আমার নাকেমুখে ও শরীরে কেমন একটা পিচ্ছিল অনুভূতি হলো। মনে হলো, আমি বোধহয় আর বাঁচব না!
কিন্তু ভাগ্যক্রমে তিমিটি কয়েক সেকেন্ড পরই তাকে ছেড়ে দেয় এবং অ্যাড্রিয়ানও তার লাইফ জ্যাকেটের সাহায্যে পানির ওপরে ভেসে ওঠেন। পরে তিমিটিও তাকে ছেড়ে দিয়ে চলে যায়।

কেন ঘটল এমনটা?
এ বিষয়ে বন্যপ্রাণী বিজ্ঞানী ভেনেসা পিরোত্তা ব্যাখ্যা করেছেন, হাম্পব্যাক তিমিরা মানুষের মতো বড় কিছু খাওয়ার জন্য তৈরি হয়নি। এটি আসলে লাং-ফিডিং (Lunge Feeding) করছিল। যার মানে হলো- তারা একবারে প্রচুর পরিমাণে পানির সঙ্গে মাছ ও ক্রিল গিলে ফেলে।কায়াকটি (রাবারের বোট জাতীয়) তার খাবারের সঙ্গে চলে আসায় সে ভুলবশত এটিকে গিলে ফেলে। কিন্তু বুঝতে পেরেই ছেড়ে দেয়।
তিমি কি মানুষকে গিলে ফেলতে পারে?
এমন প্রশ্নের জবাবে ভেনেসা বলেন, না! তিমিদের ঘাড়ের গঠন ও সরু খাদ্যনালী মানুষের মতো বড় কিছু গেলার উপযোগী নয়। তাই এটি নিছক দুর্ঘটনা ছিল!
এদিকে এমন একটি দুর্ঘটনার পরও অ্যাড্রিয়ান ও তার বাবা ডেল ফের কায়াকিংয়ে যাবেন কিনা জানতে চাইলে, তারা দু'জনেই একসঙ্গে হেসে বললেন–হ্যাঁ! অবশ্যই!
এর আগেও ঘটেছে এমন ঘটনা! এটিই প্রথমবার নয়। ২০২১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় এক ডুবুরিকে একইভাবে গিলে ফেলে একটি তিমি। তবে কয়েক সেকেন্ড পরই তাকে বের করে দেয়।

ব্রিটিশদের অধীনেই থাকতে চাই, চাগোস দ্বীপবাসীর আকুতি

আপনজন ডেস্ক: চাগোস দ্বীপপুঞ্জের অধিকার নিয়ে বর্তমানে তুমুল বিতর্ক চলছে, বিশেষ করে যুক্তরাজ্য মরিশাসের কাছে এটি হস্তান্তরের কথা ঘোষণা করেছে। চাগোস দ্বীপপুঞ্জের বাসিন্দারা এর বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে এবং তারা দ্বীপপুঞ্জের ব্রিটিশ মালিকানা বজায় রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছে।
চাগোসবাসীরা তাদের পূর্বপুরুষদের ভূমি ফিরে পাওয়ার এবং জীবনের উন্নতি চেয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছে।
গত অক্টোবরে, যুক্তরাজ্য সিদ্ধান্ত নেয় যে, ব্রিটিশ ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চল (BIOT) মরিশাসের (Mauritian) হাতে দিয়ে দেবে, যার মধ্যে ডিয়েগো গার্সিয়া অন্যতম। চুক্তি অনুযায়ী, ডিয়েগো গার্সিয়াকে ৯৯ বছরের জন্য যুক্তরাজ্যের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে, তবে চুক্তির শর্তাবলী এখনো আলোচনা হচ্ছে।
এই শর্তের মধ্যে উল্লেখযোগ্য যে, চাগোসবাসীরা এই চুক্তিতে কোনও অধিকার বা বক্তব্য রাখতে পারবে না বলে তাদের অভিযোগ।
চাগোসবাসীদের মধ্যে অনেকেই এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। সুজেট নামক একজন চাগোসবাসী বলেন, "আমি ব্রিটিশ, চাগোস দ্বীপপুঞ্জ ব্রিটিশই থাকতে হবে"। তিনি ৫ বছর বয়সে দ্বীপপুঞ্জ থেকে বহিষ্কৃত হন এবং এখনও তার স্মৃতিতে সেই শান্তিপূর্ণ জীবন বেঁচে রয়েছে। ১৯৭১ সালে যখন দ্বীপটি একটি মার্কিন-ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার শুরু হয়, তখন চাগোসবাসীদেরকে উচ্ছেদ করা হয়।
চাগোসবাসীরা অভিযোগ করেছেন যে, তাদের জীবনের উন্নতি হয়নি এবং তারা মরিশাসে এক প্রকার দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে বসবাস করছে। তারা জানান, তাদের দেশ থেকে বের করে দেওয়ার পর তারা কখনোই উপযুক্ত সহায়তা পায়নি এবং জীবনযাত্রার মান খুবই খারাপ ছিল। মরিশাসে আসার পরও তারা ভালো কাজ পায়নি এবং দেশটির অধিকাংশ নাগরিকের বিরুদ্ধে তাদের বৈষম্যের শিকার হতে হয়েছে।
এদিকে, ব্রিটিশ সরকার তাদের সিদ্ধান্তে কিছু অর্থ সহায়তা দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে, যা তারা চাগোসবাসীদের জন্য একটি ট্রাস্ট ফান্ডের মাধ্যমে প্রদান করতে চায়। তবে, চাগোসবাসীরা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে এই টাকা তারা পাবে না, বরং তা মরিশাস সরকারেরই কাজে লাগানো হবে।
চাগোসবাসীরা এখন যুক্তরাজ্যে বসবাসের জন্য আবেদন করছে। ২০২২ সালে পাশ হওয়া একটি আইন অনুযায়ী, তারা এখন ব্রিটিশ নাগরিকত্ব পেতে আবেদন করতে পারবে। অনেক চাগোসবাসী ইউকে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেছে এবং তাদের নতুন জীবন শুরু করার আশা করছে।
তবে, সবাই এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে নয়। চাগোস উদ্বাস্তু গ্রুপ (CRG) এর নেতা অলিভিয়র ব্যাঙ্কুল্ট ৪২ বছর ধরে চাগোস দ্বীপপুঞ্জের মালিকানা নিয়ে যুক্তরাজ্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে আসছেন। তার মতে, এই চুক্তি চাগোসবাসীদের জন্য একটি "ঐতিহাসিক অন্যায়" এবং তারা তাদের ভূমিতে ফিরে যাওয়ার অধিকার অর্জন করবে।

তিন জিম্মির বিনিময়ে আজ ৩৬৯ ফিলিস্তিনির মুক্তি দেবে ইসরাইল

আপনজন ডেস্ক: গাজা যুদ্ধবিরতি এবং হামাস ও ইসরাইলের মধ্যে চলমান বন্দি বিনিময়ের প্রথম পর্যায়ের ষষ্ঠ ধাপের অংশ হিসেবে শনিবার তিন ইসরাইলি জিম্মিকে মুক্তি দেবে হামাস ও পিআইজে।বিনিময়ে একইদিন ৩৬৯ ফিলিস্তিনি বন্দিকে মুক্তি দেবে ইসরাইল। শুক্রবার সন্ধ্যায় ফিলিস্তিনি সূত্রের বরাত দিয়ে তুর্কি বার্তা সংস্থা আনাদোলু এ তথ্য জানিয়েছে। হামাসের সঙ্গে সম্পর্কিত ফিলিস্তিনি বন্দি মিডিয়া অফিস এদিন এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, মুক্তি পেতে যাওয়া ফিলিস্তিনি বন্দিদের মধ্যে ৩৬ জন আজীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ছিলেন।বাকি ৩৩৩ জন গাজার বাসিন্দা, যাদেরকে ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের পর বিভিন্ন সময়ে আটক করা হয়। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, এই ৩৬৯ জন ফিলিস্তিনি বন্দির মুক্তির বিনিময়ে আল-কাসসাম ব্রিগেড (হামাসের সামরিক শাখা) তিনজন ইসরাইলি বন্দিকে মুক্তি দেবে। এর আগে এক বিবৃতিতে আল-কাসসাম ব্রিগেডের মুখপাত্র আবু উবাইদা বলেন, আল-কাসসাম ব্রিগেড সিদ্ধান্ত নিয়েছে, শনিবার আরও তিন ইসরাইলি বন্দির মুক্তি দেওয়া হবে। তারা হলেন- আলেকজান্ডার (সাশা) টারবানভ, সাগুই ডেকেল-চেন এবং ইয়াইর হর্ন। এর আগে বৃহস্পতিবার হামাস নিশ্চিত করে যে, তারা স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী বন্দি বিনিময় সম্পন্ন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং নির্ধারিত সময়সীমা মেনে চলবে। হামাস জানিয়েছে, মিশর ও কাতারের মধ্যস্থতায় ইসরাইলের চুক্তি লঙ্ঘনজনিত প্রতিবন্ধকতা দূর করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে এবং আলোচনাকে ইতিবাচক হিসেবে উল্লেখ করেছে। এদিকে গাজায় চলমান যুদ্ধবিরতি ও বন্দি বিনিময় চুক্তির আওতায় হামাস এ পর্যন্ত ইসরাইলি কারাগারে বন্দি শত শত ফিলিস্তিনিদের মুক্তির বিনিময়ে ধারাবাহিকভাবে ২১ জন জিম্মির মুক্তি দিয়েছে। গত ১৯ জানুয়ারি যুদ্ধবিরতি শুরুর পর মূলত ১৬ জন ইসরাইলি ও পাঁচজন থাই বন্দি মুক্তি পেয়েছে। বিনিময়ে ইসরাইলের কারাগার থেকে মুক্তির স্বাদ পেয়েছেন ৫৬৬ জন ফিলিস্তিনি। এই যুদ্ধবিরতির প্রথম ধাপে তিন সপ্তাহে মোট ৩৩ জন ইসরাইলি ও ১৯০০ ফিলিস্তিনি বন্দি বিনিময় হওয়ার কথা রয়েছে। ইসরাইল জানিয়েছে, ৩৩ জনের মধ্যে ৮ জন জীবিত নেই।
২০২৩ সালের অক্টোবরে ইসরাইলে নজিরবিহীন হামলার সময় মোট ২৫১ জনকে আটক করেছিল হামাস।জবাবে ইসরাইল গাজা ভূখণ্ডে নজিরবিহীন আগ্রাসন চালায়। এতে ৪৮ হাজার ৫০০ জনেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। যাদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু। এছাড়াও গাজার বিশাল অংশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

গাজা চিরকাল গাজাবাসীর থাকবে: এরদোগান

আপনজন ডেস্ক: গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের বাস্তুচ্যুত করার মার্কিন প্রস্তাবের সমালোচনা পুনর্ব্যক্ত করেছে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান। তিনি বলেছেন,গাজা সৃষ্টিকর্তার কৃপায় চিরকাল গাজাবাসীর থাকবে।
বৃহস্পতিবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) পাকিস্তানে এক ব্যবসায়িক ফোরামে যোগ দিয়ে তিনি এ কথা বলেন। খবর ডেইলি সাবহর।
এরদোগান বলেন,'গাজা আমাদের গাজাবাসী ভাই-বোনদের এবং সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায়, চিরকাল থাকবে।'
তিনি বলেছেন, গত ১৯ জানুয়ারি গাজা থেকে অন্যতম 'সুসংবাদ' পেয়েছি, ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ১৫ মাসের ইসরাইলি গণহত্যার অস্থায়ী বিরতি।
তিনি আরও বলেন, 'দুর্ভাগ্যবশত, ইসরাইল তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়ায় যুদ্ধবিরতি এখন অচল হয়ে পড়েছে।'
তুরস্কের প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, 'আমি আশা করি একটি মানবিক জোট, বিশেষ করে আরব এবং মুসলিম বিশ্ব এই সংকটময় সময়ে গাজাবাসীকে পরিত্যাগ করবে না।'
গাজা যুদ্ধের শুরু থেকেই ইসরাইলের নৃশংস হামলার তীব্র সমালোচনা করেছে তুরস্ক। ইসরাইলকে সমর্থন করায় অনেক পশ্চিমা মিত্রদের তিরস্কারও করেছে দেশটি। গাজা যুদ্ধের প্রতিবাদে ২০২৪ সালের মে মাসে ইসরাইলের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থগিত করে এবং আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) ইসরাইলের গণহত্যার বিচারের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার উদ্যোগে যোগদানের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদন করে।
গত সপ্তাহে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গাজা 'দখলের' ঘোষণা দিয়ে বিশ্বকে হতবাক করে দেন। ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে তিনি বিধ্বস্ত অঞ্চলটিকে 'মধ্যপ্রাচ্যের রিভেরা' তৈরির প্রস্তাব দেন।

ইলন মাস্ক এ মুহূর্তে আমেরিকার সর্বাধিক ক্ষমতাধর ব্যক্তি

আপনজন ডেস্ক: পুরো বিশ্ব শাসন করেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আর ট্রাম্পকে চালায় কে? সবকিছুর আড়ালে পুরো পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ এখন বিশ্বের সেরা ধনকুবের ইলন মাস্কের হাতে।
ট্রাম্পও যে মাস্কের হাতের পুতুল তাও বোঝার বাকি নেই আর।
সম্প্রতি ইলন মাস্ক ও ট্রাম্পের একটি ব্যবসায়িক মিটিং এর ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। যাতে দেখা যায় ইলন মাস্ক তার ৪ বছর বয়সী ছেলেকে সাথে নিয়ে ট্রাম্পের পাশে দাঁড়িয়ে তার মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীরাসহ বিশেষ ব্যক্তিবর্গের সাথে কথা বলছেন।
ভিডিওটি ব্যাপক ভাইরাল হয়েছে। এটি দেখে নেটিজেনরা ধারণা করছেন ট্রাম্প নয় পুরো বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করছেন ইলন মাস্ক। কারণ এই ভিডিওতে দেখা যায়, ইলন মাস্ক এই মিটিংয়ে কথা বলার সময় ৩ হাজার ৬'শ ৬৬ টি শব্দ ব্যবহার করেছেন তার বিপরীতে যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ব্যবহার করেছেন ২ হাজার ৪'শ ৮৭ টি শব্দ। শুধু এটিই নয় এই মিটিংয়ে কথা বলেছেন ইলন মাস্কের ৪ বছর বয়সী শিশু পুত্রও। এসময় ইলন মাস্কের মাথার ওপর কাঁধের ওপরও বসে থাকতে দেখা যায় তার ছোট্ট শিশু 'এক্স'কে। তাহমিনা মিম নামের একজন ফেসবুকে লিখেছেন, ট্রাম্প, ইলন মাস্কের হাতের পুতুল। ইলন যেভাবে যা বলে ট্রাম্প সেভাবেই তা করে যাচ্ছে। যেনো যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নয় ইলন মাস্ক। রাকিব নামের একজন লিখেছেন, টাকার কাছে ট্রাম্পও বিক্রি হয়ে গেছেন, ইলন মাস্ক আর তার পুচকো ছেলের কথাও কি মনোযোগ দিয়ে শুনছেন তারা।
এই তো কয়েক দিন আগেই ট্রাম্প দ্বিতীয় দফায় প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেয়ার পর ইলন মাস্ককে নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে আরও ক্ষমতাবান করে তোলেন। নতুন সেই নির্বাহী আদেশে, মাস্কের সরকারি দক্ষতা অফিসকে সহযোগিতা করতে অন্যান্য কেন্দ্রীয় দফতরকে নির্দেশ দেন তিনি। এবারই প্রথম ইলন মাস্ক ও ট্রাম্পকে নিয়ে আলোচনা নয়, এর আগেও এমন আলোচনা হয়েছে তাদের নিয়ে। যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত টাইম ম্যাগাজিনে ট্রাম্পের চেয়ারে গ্লাস হাতে মার্কিন ধনকুবের ইলন মাস্কের ছবি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়। তখনই সবাই ধারণা করেন যে যুক্তরাষ্ট্রসহ সমগ্র বিশ্ব চালাচ্ছেন ইলন মাস্ক।
তবে, সরাসরি পুরো বিশ্ব শাসন না করলেও যক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ব্যবসাসহ সর্বক্ষেত্রে বুদ্ধিদাতা যে বর্তমান বিশ্বের সেরা ধনি ইলন মাস্ক তা বুঝতে পারছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরাও।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গাজা নিয়ে আরব দেশগুলোর ধারণা সম্পর্কে আগ্রহী যুক্তরাষ্ট্র: রুবিও

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বৃহস্পতিবার বলেছেন, গাজা নিয়ে আরব রাষ্ট্রগুলোর নতুন প্রস্তাব শুনতে যুক্তরাষ্ট্র আগ্রহী।
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গাজা অঞ্চলের পুরো জনসংখ্যাকে বাস্তুচ্যুত করার চরম আপত্তিকর পরিকল্পনার পর তিনি এ কথা বলেন। ওয়াশিংটন থেকে এএফপি এ খবর জানায়।
রুবিও বৃহস্পতিবার এক সফরে রওনা হয়েছেন। তিনি সফরে জার্মানির বাভারিয়া রাজ্যের রাজধানীতে মিউনিখ সিকিউরিটি কাউন্সিলে প্রথম যাত্রাবিরতি পর ইসরাইল, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের উদ্দেশে যাত্রা করবেন। মিউনিখে তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের সাথে ইউক্রেন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় যোগ দেবেন।
ওয়াশিংটনে ট্রাম্পের গাজা পরিকল্পনা নিয়ে জর্ডানের রাজা দ্বিতীয় আবদুল্লাহ ও মিশরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বদর আবদেলাত্তির সাথে আলোচনার পর এই সফর অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
আরব রাষ্ট্রগুলোর প্রস্তাব সম্পর্কে রুবিও মন্তব্য করেন, 'আশা করি তারা প্রেসিডেন্টের কাছে একটি সত্যিকারের ভালো পরিকল্পনা উপস্থাপন করতে যাচ্ছেন।'
ক্লে ট্র্যাভিস ও বাক সেক্সটন রেডিও শোতে তিনি বলেন, এই মুহূর্তে তারা অন্য কোনো পরিকল্পনা পছন্দ করছে না শুধুমাত্র মাত্র ট্রাম্পের পরিকল্পনাই একমাত্র পরিকল্পনা। তবে তাদের কাছে যদি আরও ভালো কোনো পরিকল্পনা থাকে, তাহলে তা উপস্থাপন করার এখনি সময়।
হামাসের একটি বড় হামলার ফলে সৃষ্ট ইসরাইলের সঙ্গে ১৬ মাসের যুদ্ধে গাজায় ২০ লক্ষাধিক ফিলিস্তিনিকে প্রতিবেশী মিশর ও জর্ডান গ্রহণ না করলে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ট্রাম্প সতর্ক করেছেন।
রুবিও বলেন 'এই সমস্ত দেশ বলে তারা ফিলিস্তিনিদের প্রতি যত্নশীল, তবে তাদের কেউই তাদের নিতে চায় না কেন। তাদের কারও গাজার জন্য কিছু করার ইতিহাস নেই।'
জর্ডান ইতোমধ্যেই ২০ লক্ষাধিক ফিলিস্তিনি শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছে।
কূটনীতিকরা বলছেন, মিশর কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ট্রাম্পের প্রস্তাবের বিকল্প উপস্থাপনের প্রচেষ্টায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন। মিশরীয় প্রস্তাবে গাজায় একটি নতুন নিরাপত্তা বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং এতে স্থানীয় ফিলিস্তিনি নেতাদের বাছাই করা অন্তর্ভুক্ত থাকবে,যারা দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৪৬মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৩৮মি.

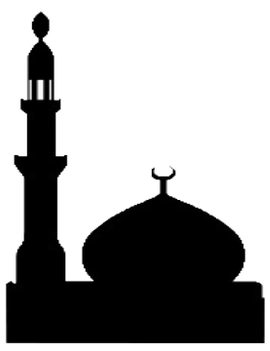

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৪৬	৬.০৮
যোহর	১১.৫৬	
আসর	৩.৫৬	
মাগরিব	৫.৩৮	
এশা	৬.৪৯	
তাহাজ্জুদ	১১.১২	

ডেম এডনার চশমা নিলামে, বিক্রি রেকর্ড দামে

আপনজন ডেস্ক: ব্রিটিশ কমেডি তারকা বারি হামফ্রিসের সৃষ্ট চরিত্র ডেম এডনা এভারেজের চশমা সম্প্রতি একটি নিলামে ৩৭,৮০০(£)পাউন্ডে-এ বিক্রি হয়েছে, যা তাদের আনুমানিক মূল্য থেকে ২৫ গুণ বেশি। এই চশমা ক্রিস্টি'স নিলাম ঘরে বিক্রি হয়েছে, যেখানে এর মূল্য অনুমান করা হয়েছিল মাত্র ১,০০০ পাউন্ড থেকে ১,৫০০ পাউন্ডের এর মধ্যে। কিন্তু তা বিক্রি হয়ে যায় অনেক বেশি দামে। বারি হামফ্রিস ২০২৩ সালে ৮৯ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, তাঁর হিপ সার্জারির জটিলতার কারণে।

জাপানে তুষারপাতজনিত দুর্ঘটনায় ৮ জনের মৃত্যু, আহত ৫৪

আপনজন ডেস্ক: জাপানে প্রচণ্ড শৈত্যপ্রবাহ ও তুষারপাতজনিত দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ৮ জন নিহত ও ৫৪ জন আহত হয়েছেন।
বৃহস্পতিবার দেশটির ফায়ার অ্যান্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে। এতে বলা হয়েছে, গত ৪ ফেব্রুয়ারি থেকে এই প্রবল শৈত্যপ্রবাহ ও তুষারপাত শুরু হয়। এই তুষার অপসারণের সময় দুর্ঘটনা ঘটেই এসব প্রাণহানি হয়েছে। জাপানের আবহাওয়া সংস্থা জানিয়েছে, দেশটিতে এ বছর মৌসুমের সবচেয়ে প্রবল শৈত্যপ্রবাহ আঘাত হেনেছে। গত ১০ ফেব্রুয়ারি দেশটিতে ৪২৭ সেন্টিমিটার (১৪ ফুট) পর্যন্ত তুষারপাত রেকর্ড করা হয়েছে। জাপানের অভ্যন্তরীণ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, নিহতদের বয়স ৬০ থেকে ৯০ বছরের মধ্যে এবং তাদের মৃত্যু তুষার অপসারণের সময়েই ঘটে। নিহতরা দেশটির ফুকুশিমা, নিইগাতা, তোয়ামা, নাগানো ও ফুকুই প্রদেশের বাসিন্দা ছিলেন।
এর আগে গত ৯ ফেব্রুয়ারি নাগানো প্রদেশের সাকায়ে গ্রামে ৯৬ বছর বয়সি এক নারী তার বাড়ির সামনে বরফের নিচে চাপা পড়ে মারা যান।
চলমান বৈরি আবহাওয়ার কারণে দেশটির প্রশাসন নাগরিকদের সতর্কতা অবলম্বন ও প্রয়োজন ছাড়া বাইরে না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে।

ফিলিস্তিনি জনগণের অধিকার বজায় রাখার আহ্বান জানাল ভ্যাটিকান

আপনজন ডেস্ক: ভ্যাটিকান সরকারের সচিবালয় ফিলিস্তিনি জনগণের নিজ ভূমিতে থাকার অধিকার নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) ভ্যাটিকানের সচিবালয়ের প্রধান পিয়েত্রো পারোলিন বলেছেন, ফিলিস্তিনি জনগণকে তাদের নিজ ভূমি থেকে বাড়ি ছাড়া করা উচিত নয়।
ইতালি ও ভ্যাটিকান এ অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনে পারোলিন সংবাদমাধ্যমের সাথে কথা বলেন এবং ফিলিস্তিনি জনগণের জোর করে বিতাড়ন বিষয়টি ভ্যাটিকানের মূল নীতির বিপরীত বলে জানান।
তিনি বলেন, "ফিলিস্তিনি জনগণকে তাদের ভূমিতে থাকতে হবে। এটি ভ্যাটিকানের একটি মৌলিক নীতি: কোনো ধরনের বাড়ি ছাড়া করা যাবে না।"
তিনি আরও বলেন, "এছাড়া ইতালির পক্ষ থেকে কেউ কেউ বলেছে যে, এটি এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি করবে, তাই বাড়ি ছাড়া করার কোনো পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা উচিত নয়।"
পারোলিনের এই মন্তব্য ছিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গাজা উপত্যকা দখল এবং ফিলিস্তিনি জনগণকে অন্যান্য দেশে জোরপূর্বক পুনর্বাসন করার পরিকল্পনার বিরুদ্ধে।

দক্ষিণ কোরিয়ায় নির্মাণাধীন রিসোর্টে অগ্নিকাণ্ডে ছয়জনের মৃত্যু

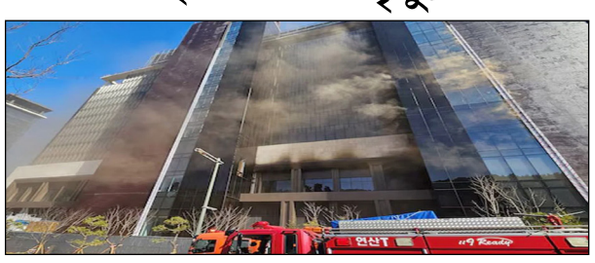

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ কোরিয়ার বন্দর শহর বুসানে একটি নির্মাণাধীন রিসোর্টে অগ্নিকাণ্ডে কমপক্ষে ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) ইয়োনহাপ নিউজ এজেন্সির বরাতে ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।
দমকল কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে ইয়োনহাপ জানিয়েছে, দুর্ঘটনাস্থল থেকে প্রায় ১০০ জনকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, অগ্নিকাণ্ডে অন্তত সাতজন আহত হয়েছেন। তবে নির্মাণস্থলে একাধিক হতাহতের আশঙ্কা রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
মন্তব্যের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে বুসান ফায়ার এজেন্সির মুখপাত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।
দক্ষিণ কোরিয়ার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট চোই সাং-মোক আগুন নেভানোর সব ধরনের সরঞ্জাম ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে তার কার্যালয়।

প্রথম নজর

ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডে নাম জিয়াগঞ্জের ছেলের

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: বয়স মাত্র তিন বছর। আর এতেই তার নাম উঠলো ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডে। মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ শহরের গ্রন্থীক দাস।

জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ পৌরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ড কানাইগঞ্জ সদরঘাট এলাকার বাসিন্দা শুভেন্দু দাসের একমাত্র ছেলে গ্রন্থীক দাস। তার বয়স মাত্র তিন বছর দুই মাস। গ্রন্থীকের মা মৌমিতা ঘোষ দাস ছেলেকে ছোট থেকেই শিখিয়েছেন কবিতা, ১২ মাসের নাম, ফল, শাক-সবজির নাম সহ অন্যান্য বিষয়ও। আর সেই গ্রন্থীক দাসের এই প্রতিভা দেখে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ড কর্তৃপক্ষ তার নাম মনোনীত করেছে। গত সপ্তাহে বাড়িতে পৌঁছেছে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডের সার্টিফিকেট ও মেডেল। যেমন খুশির হাওয়া পরিবারের মধ্যে, তেমনি জিয়াগঞ্জ শহর জুড়েও। জিয়াগঞ্জের ছোট্ট গ্রন্থীকের এই কর্মকান্ডে খুশি সকলেই।

মুখে অ্যাসিড মারার হুমকি দিয়ে যৌন হেনস্থা, ধৃত অভিযুক্ত

আসিফা লস্কর ● বারুইপুর

আপনজন: মুখে অ্যাসিড মারার হুমকি দিয়ে দিনের পর দিন নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন করার অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী এক যুবকের বিরুদ্ধে।

ঘটনাটি ঘটেছে বারুইপুর থানা এলাকায়। অভিযুক্ত যুবকের বিরুদ্ধে বারুইপুর থানায় অভিযোগ দায়ের। অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার অভিযুক্ত যুবক। তার বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। তাকে আজ বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে।

বারুইপুর এলাকার বাসিন্দা নবম শ্রেণীর ছাত্রীকে রাস্তাঘাটে উত্যক্ত করত অভিযুক্ত সুর্য দাস। তাকে ও তার বাবা, মাকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিত। শুধু তাই নয় অ্যাসিড মারা হবে বলেও হুমকি দেওয়া হত। ভয় দেখিয়ে জোর করে তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক তৈরি করে ও তার ভিডিও ও ছবি তুলে রাখে।

পরবর্তীকালে এই ছবি ভাইরাল করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে একাধিকবার যৌন নির্যাতন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। যদিও শেষ পর্যন্ত ছবি ভাইরাল করে দেয় অভিযুক্ত যুবক। সেই ছবি বিভিন্ন জায়গা ঘুরে নির্যাতিতা পরিবারের লোকের কাছেও এসে পৌঁছায়। তারা বিষয়টি জানতে পেরে নাবালিকাকে জিজ্ঞাসা করলে সে সব খুলে জানায়।

এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার রাতে বারুইপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করে নির্যাতিতা নাবালিকার পরিবার। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্তে নেমে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাকে আজ বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে।

লালবাগে গুলি কাণ্ডে গ্রেফতার তিন জন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: লালবাগ বাসস্ট্যান্ড এলাকায় গুলি চালানোর ঘটনায় আরও দু'জন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম আসাদুল শেখ ও আসগর শেখ। গত বুধবার মুর্শিদাবাদ থানার গুধিয়া এলাকা থেকে আশাদুল শেখকে গ্রেপ্তার করা হয়। বৃহস্পতিবার রাতে আসগর শেখ কে রঞ্জিতপাড়া এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের যথাক্রমে বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার লালবাগ মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক পাঁচ দিন ও চার দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয়। এই নিয়ে গুলিকাণ্ডে ধৃতের সংখ্যা বেড়ে তিনে পৌঁছল। এর আগে ঘটনার রাতেই মনিরুল ইসলাম নামে এক অভিযুক্ত ধরা পড়ে, যার কাছ থেকে একটি পিস্তল ও চার রাউন্ড গুলি উদ্ধার হয়। লালবাগ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আকোলকর রাকেশ মহাদেব জানান, "গুলি চালানোর পর বাকি অভিযুক্তরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। আশাদুল শেখ ও আসগর শেখ দু'জনই ফের এলাকায় ফিরলে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।" গত জানুয়ারি মাসের ২৭ তারিখ সন্ধ্যায় লালবাগ বাসস্ট্যান্ডে মুর্শিদাবাদ এস্টেটের জমি দখল কে কেন্দ্র করে তৃণমূলের দু'পক্ষের সংঘর্ষে গুলি চলেছিল। সেই ঘটনায় শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত গ্রেপ্তারের সংখ্যা দাঁড়াল তিন।

নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: হাড়োয়ার বিদ্যাধরী নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা চেষ্টা করে এক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার হাড়োয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদ্যাধরী সেতু সংলগ্ন এলাকার ঘটনা। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার রাত্রি সাড়ে দশটা নাগাদ বিশেষভাবে সক্ষম দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী তথা ২০২৫ এর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী বিদ্যাধরী নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। তৎক্ষণাৎ হাড়োয়া থানার কর্তব্যরত পুলিশ গিয়ে তাকে উদ্ধার করে। তারপর পুলিশি জিজ্ঞাসা বাদে জানা যায় ২০২৫ সালে ১৮ বছরের ওই দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসবে। পরিবার সূত্রে জানা যায় ,ওই ছাত্রী বিশেষভাবে সক্ষম এবং মানসিক ভারসাম্যহীন। তবে কি কারণে ওই ছাত্রী আত্মহত্যা করার চেষ্টা করলেন সেটা ছাত্রী নিজেও জানায়নি বা তার পরিবারের সদস্যরা কেউই জানেন না। পুলিশে জিজ্ঞাসাবাদ এর পরে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় ওই ছাত্রীকে। পুলিশের সক্রিয় ভূমিকায় ছাত্রী ফিরে পেল প্রাণ ।আর পুলিশের এই ভূমিকায় ধন্যবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অন্যদিকে,গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী এক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় মালদার গাজলের কৃষ্ণ পল্লী এলাকায়। জানা গেছে, মৃতার নাম সুখী পাল(১৮)। গাজল শ্যাম সুখী স্কুলের ছাত্রী। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার ফাঁকা ঘরে সুযোগ নিয়ে আত্মঘাতী হয় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। পরিবারের লোকজনের বাড়ি ছিল না, বাড়ি ফিরে দেখেন সুখী ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে।পরিবারের লোকজন উদ্ধার করে গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়েগেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনা সম্পর্কে আরো জানা যায় ,সামনেই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা একপ্রকার পড়াশোনার চাপের কারণে আত্মহত্যা করেছেন ওই ছাত্রী বলে খবর। দেহটি গাজল স্টেটজেনারেল হাসপাতালে থেকে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে পাঠানো হয়।ঘটনায় জেরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকা জুড়ে।

ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামার হুঁশিয়ারি ওয়াকফ রক্ষা কাউন্সিলের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: ওয়াকফ সংশোধনী - ২০২৪ বিলটি পাস করানোর জন্য সংসদের উভয় কক্ষে উত্থাপন করায় তার চরম বিরোধিতায় নামল অল ইন্ডিয়া ওয়াকফ রক্ষা কাউন্সিল। এ ব্যাপারে অল ইন্ডিয়া ওয়াকফ রক্ষা কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক তৌহিদ আহমেদ খান এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, ইতিপূর্বে জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটির নিকটে এই ওয়াকফ বিলের বিপক্ষে দেশের প্রায় সমস্ত রাজ্য থেকে এক কোটি ২৫ লক্ষ লিখিত আবেদন জমা পড়েছে। ওই সকল আবেদনের ৯৫% আবেদন এই ভয়ংকর বিলের বিপক্ষে অভিযোগ জমা দেওয়া সত্ত্বেও মাত্র ৫% আবেদনকে মান্যতা দিয়েছেন কমিটির চেয়ারম্যান জাগদম্বিকা পাল। যা সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক। এটি আমাদের দেশের সংবিধানের আর্টিকেল ১৫, ২৫ ,২৬, ২৭,২৮ এবং ২৯ নম্বর ধারাকে সরাসরি লংঘন করছে। তৌহিদ বলেন, এই বিলটি ধর্মনিরপেক্ষ বৃহৎ গণতন্ত্রের ভারতবর্ষে সকল ধর্মীয় ব্যক্তির ব্যক্তিগত ধর্মাচারণ করার অধিকারকে লংঘন করছে। এই অগণতান্ত্রিক এবং সংবিধান বিরোধী বিলের বিরুদ্ধে অল ইন্ডিয়া ওয়াকফ রক্ষা কাউন্সিল জনগণের অধিকারকে ফিরিয়ে আনার জন্য রাজ্য তথা সমগ্র দেশব্যাপী গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে লড়াই চালিয়ে যাবে। তিনি পশ্চিমবঙ্গ সহ সমস্ত রাজ্যের ওয়াকফ সম্পত্তি রক্ষাকারী সকল সংগঠনকে একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানান।

তৌহিদ আরও বলেন, কেন্দ্রের কৃষক বিরোধী বিলের মতই ওয়াকফ সংশোধনী - ২০২৪ বিলটি প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত অল ইন্ডিয়া ওয়াকাফ রক্ষা কাউন্সিল রাস্তায় নেমে আন্দোলন করবে এবং তাকে ওয়াকাফ সম্পত্তি রক্ষাকারী সকল সংগঠনকে একত্রিত হয়ে শামিল করতে প্রয়াস চালাবে।

তিনি জানান,

অল ইন্ডিয়া ওয়াকফ রক্ষা কাউন্সিল ইতিমধ্যেই জেপিসি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভারতের রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, লোকসভার স্পিকার, কেন্দ্রীয় ওয়াকফ কাউন্সিল, কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু দপ্তর এবং রাজ্যের সংখ্যালঘু দপ্তর থেকে ওয়াকফ বোর্ড পর্যন্ত প্রায় কুড়িটি দপ্তরে ২৬ পাতার একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। ওয়াকাফ সম্পত্তির রক্ষা করার জন্য অল ইন্ডিয়া ওয়াকাফ রক্ষা কাউন্সিল আগামীতে হাইকোর্ট প্রয়োজনে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হবে এবং ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে আইনি লড়াই চালিয়ে যাবে।

হুগলি জেলা জুড়ে পশু নির্যাতন ক্রমশ বাড়ছে, ক্ষুব্ধ পশুপ্রেমিকরা

রূপম চট্টোপাধ্যায় ● হুগলি

আপনজন: গত ১২ ফেব্রুয়ারি চন্ডীতলা থানার ভগবতীপুর সিংজোড় গ্রামে একটি পথকুকুরকে কেউ পাখি মারা বন্দুক দিয়ে গুলি করে। কুকুরটির নাকের নীচে ফুটো করে গুলিটি ভেতরে ঢুকে যায়। প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়।কিন্তু ওর সঙ্গী কুকুরটি সেই রক্ত চেটে পরিস্কার করে দেয়। খবর পেয়ে ১৩ ফেব্রুয়ারী সকালে আশ্রয় হোম এন্ড হসপিটাল ফর এ্যানিম্যাল ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা এলাকায় যান। কিন্তু আড়াই তিন ঘন্টা চেষ্টা করার পরেও কুকুরটিকে ধরা যায়নি। ফলে চিকিৎসাও শুরু করা যায়নি। স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, করোনার অতিমারির সময়ে কুকুরটি খাবারের খোঁজে ঐ এলাকায় আসে। শান্ত কুকুরটিকে ভালবেসে এলাকার মানুষজন খাবার দেওয়া শুরু করে। তারপর থেকে পূর্ণ বয়স্ক কুকুরটি ওখানেই ছিল। কুকুরটিকে নির্মম ভাবে মারায় এলাকার মানুষ ক্ষুব্ধ। ধনিয়াখালি থানার শেরপুর গ্রামে গত ৭ ফেব্রুয়ারী একটি পথকুকুরকে তীর মারা হয়। খবর পেয়ে তারকেশ্বরের একটি পশুপ্রেমীদের সংগঠন এলাকায় যান। কিন্তু কুকুরটিকে উদ্ধার করা যায়নি। পরে ১০ ফেব্রুয়ারী কুকুরটিকে উদ্ধার করে সোনারপুরে ছায়া পশুহাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ঐ দিনই অপারেশন করে তীরটি বের করা হয়। ঘটনার বিরুদ্ধে আশ্রয় হোম এন্ড হসপিটাল ফর এ্যানিম্যাল ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ জানানো হবে বলে ঐ সংগঠনের সদস্য অভিষেক ঘোষ জানান। রিষড়া থানার চার নম্বর রেল গেটের পাশ থেকেও পশু নির্যাতনের অভিযোগ আসে। ওখানে জনৈক মদ্যপ তিনটি শিশু সারমেয়কে লাঠির বাড়ি মেরে পা ভেঙে দেয়। এলাকাবাসী ওই সারমেয়দের চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছেন। থানায় গণস্বাক্ষরিত অভিযোগ করার প্রক্রিয়াও চলছে। আশ্রয় হোম এন্ড হসপিটাল ফর এ্যানিম্যাল ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক গৌতম সরকারের বক্তব্য কিছু বর্বর মানুষের নৃশংস অত্যাচারের শিকার হচ্ছে পশুরা। এর বিরুদ্ধে কঠিন আইন ও তার প্রয়োগ জরুরি।

হারানো ফোন মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দিল পুলিশ

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বিভিন্ন সময় চুরি যাওয়া মোবাইল ফোন গুলি উদ্ধার করে তাঁদের প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হয় পুলিশের তরফে। নিজেদের হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফিরে পেয়ে স্বভাবতই খুশি প্রকৃত মালিকেরা। পুলিশের এই তৎপরতায় স্বভাবতই খুশি তাঁরা। জানাগেছে, বিগত বেশ কিছুদিন ধরে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর থানার বিভিন্ন এলাকায় মোবাইল চুরির ঘটনা সামনে আসছিল। হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফিরে পেতে অনেকেই থানায় লিখিতভাবে জানিয়েছিলেন। এরপর এই ঘটনার তদন্তে নামে হরিরামপুর থানার পুলিশ। সব মিলিয়ে প্রায় ১৪ টি চুরি যাওয়া মোবাইল উদ্ধার করে তা প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেয়া হয়। আগামী দিনেও এই ধরনের অভিযান চলবে বলেই হরিরামপুর থানার পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে।

এদিন হারিয়ে যাওয়া মোবাইল তাঁদের প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেবার সময় থানা চত্বরে উপস্থিত ছিলেন হরিরামপুর থানার আইসি অভিষেক তালুকদার সহ থানার বিভিন্ন পুলিশ অফিসার।

পাঁচথুপি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চালু হল ৬ শয্যার পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কান্দি

আপনজন: প্রায় ১০ বছর বন্ধ থাকার পর অবশেষে ফের আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হল মুর্শিদাবাদের পাঁচথুপি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি। প্রসঙ্গত,সরকারের গাফিলতিতে দিনের পর দিন বেহাল দশায় পরিণত হয়েছিল মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ঞা ব্লকের পাঁচথুপি গ্রামের এই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি ।পাঁচথুপি গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েক লক্ষ মানুষের ভরসা এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি এখানে বিগত প্রায় ১০ বছর আগে ভর্তি পরিষেবা চালু থাকলেও তা ছিল বন্ধ হয়ে, অবশেষে ফের ছয় শয্যার পরিষেবা চালু হলো পাঁচথুপি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে, পুনরায় এই হাসপাতালটি চালু হওয়ায় উপকৃত হয়েছেন এই এলাকার মানুষেরা প্রাথমিক চিকিৎসা থেকে ভর্তি সবকিছুই পরিষেবা পাওয়া যাবে এখন থেকে পাঁচথুপি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। আজ আনুষ্ঠানিকভাবে পাঁচথুপি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের এই ইনডোর পরিষেবা উদ্বোধন করা হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের উপস্থিত ছিলেন বড়ঞার তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা, বড়ঞা ব্লক মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক রিন্টু গাজী, খরগ্রাম সার্কেল ইন্সপেক্টর, বড়ঞা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সহ পাঁচথুপি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও পাঁচথুপি নাগরিক মঞ্চের সদস্যরা।

শহীদ সুদীপ স্মরণ হাঁসপুকুরিয়া গ্রামে

আলফাজুর রহমান ● তেহট্ট

আপনজন: ১৪ই ফেব্রুয়ারি দিনটা আসলেই কান্নায় ভেঙে পড়েন শহীদ সুদীপ বিশ্বাসের পরিবার। পুলওইয়ামা জঙ্গী হামলায় শহীদ হয়েছেন নদীয়ার পলাশীপাড়া থানার হাঁসপুকুরিয়া গ্রামের সুদীপ বিশ্বাস। ২০১৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি সকালে পুলওইয়ামাতে জঙ্গীদের হামলায় শহীদ হোন ৪২ জন জওয়ান। তাঁদের মধ্যে ছিলেন হাঁসপুকুরিয়া গ্রামের সন্ন্যাসী বিশ্বাস ও মমতা বিশ্বাসের এক মাত্র ছেলে সুদীপ। ছুটি শেষ করে কাজের জায়গা শ্রীনগরের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে ছিলেন তিনি। মাঝে জম্মুতে তাঁর এক সহকর্মী অসুস্থ হয়ে যাওয়ায় তাঁকে দেখা শোনার জন্য সেখানে থেকে যান তিনি। তারপর ১৪ তারিখ কর্মস্থলে যাওয়ার জন্য সেনা কনভয়ে ওঠে। ঠিক কিছুদুর যাওয়ার পর জঙ্গী হামলায় শহীদ হন সেনা জওয়ানরা। প্রতিবছর ১৪ই ফেব্রুয়ারি দিনটি পালন করা হয় শহীদ সুদীপ বিশ্বাসের বাড়িতে শহীদ দিবস উপলক্ষ্যে । এদিন সুদীপের ছবিতে মালা দেন এলাকার বাসিন্দারা। এদিন সুদীপকে শ্রদ্ধা জানাতে দুর্গাপুর থেকে দুজন সেনা আধিকারিক হাঁসপুকুরিয়াতে আসেন।

পুলওয়ামার শহিদদের শ্রদ্ধা কিষান কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: ছয় বছর আগে ১৪ ফেব্রুয়ারি ঘটেছিল পুলওয়ামার সেই মর্মান্তিক ঘটনা, যার জেরে শহিদ হয়েছিলেন ৪০ জন আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ান। সেই ঘটনা শুধু শহিদ পরিবারের সদস্যদের নয়, সমগ্র দেশবাসীকে আজও কাঁদায়। পুলওয়ামা কাণ্ডের কথা স্মরণে রেখে শহিদ জওয়ানদের শ্রদ্ধা জানাতে শুক্রবার সন্ধ্যায় হাওড়া জেলা কিষান কংগ্রেসের পক্ষ থেকে স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা কিষান কংগ্রেসের চেয়ারম্যান শফিকুল আলম, সাধারণ সম্পাদক শেখ আসফাক আহমেদ সহ একাধিক কর্মী বৃন্দ। শহিদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করার পর সকলেই মোমবাতি জ্বালিয়ে নীরবতা পালন করেন। জেলা কিষান কংগ্রেসের চেয়ারম্যান শেখ সফিকুল আলম বলেন, ২০১৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি পুলওয়ামায় জওয়ানদের একটি কনভয়ের উপর আক্রমণে প্রাণ হারান ৪০ জন।

সেই ঘটনা কাঁদিয়েছিল গোটা দেশের মানুষকে। তাই সারা দেশের মানুষ শহিদ জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন আজ শুক্রবার।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে চুরি যাওয়া টোটো উদ্ধার

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: পুলিশ সূত্রে জানা যায় হরিহরপাড়ার বারুইপাড়া এলাকার ইয়াসতুল্লাহ শেখ নামে এক ব্যক্তি গত বুধবার হরিহরপাড়া থানার মসুরডাঙ্গা এলাকায় রাস্তার ধারে টোটো রেখে জমিতে কাজে যায়। কিছুক্ষণ পরে এসে দেখে টোটো নেই, কে বা কার চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যাই, ওই ঘটনায় গতকাল হরিহরপাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হলে। লিখিত ভিযোগের ভিত্তিতে হরিহরপাড়া থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করে বৃহস্পতিবার রাতে দৌলতাবাদের মদনপুর ইটভাটা সংলগ্ন এলাকা থেকে চুরি হওয়া টোটো উদ্ধার করে। জানা যায় পুলিশ গাড়ি দেখে ওই এলাকায় টোটো ফেলে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত। শুক্রবার প্রকৃত টোটো মালিকের হাতে ওই টোটো তুলে দেয় হরিহরপাড়া থানার পুলিশ। চুরি হওয়া টোটো ফিরে পেয়ে খুশি টোটো মালিক। তিনি পুলিশকে সাধুবাদ জানান।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বালি পাচার, ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া ব্যক্তিরা আটক

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: খয়রাশোল থানার পুলিশ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মোবাইল ভ্যান নিয়ে টহলরত অবস্থায় অবৈধভাবে বালি ও গরু পাচার রোধ করে। পাশাপাশি এলাকায় ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া দুষ্কৃতিদের ও আটক করে। জানা যায় ভীমগড় দুবরাজপুর রাস্তার পাঁচড়ার বড়কুড়ি মোড়ে পিক আপ ভ্যান বোঝাই ৩টি গাভী ও ৩ টি বাছুর সহ গাড়ীর চালককে আটক করে। অন্যদিকে এদিন স্থানীয় থানার লাউবেড়িয়া মোড় সংলগ্ন রাস্তায় একটি বালি বোঝাই ট্রাক্টর সহ চালককে আটক করে। পাশাপাশি খয়রাশোল থানার গোপালপুর মোড়ে ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া তিনজনকে আটক করে খয়রাশোল থানার পুলিশ। পরিচয়ে পুলিশ জানতে পারেন যে ধৃত তিনজনের মধ্যে ১জন খয়রাশোল থানার পানসিউড়ী গ্রামের বাপী বাগ্দী (৩৯) বাকি দুজন পশ্চিম বর্ধমান জেলার ছোটন বেদ, (২১) এবং রহিত বেদ (১৯)।

আগুনে ছাই পরপর তিন তিনটি বাড়ি

আজিম শেখ ● মল্লারপুর

আপনজন: বীরভূমের মল্লারপুর থানার অন্তর্গত বাজিতপুর পঞ্চায়েতের শিউলিয়া গ্রামে পরপর তিনটি বাড়িতে আগুন। আর সেই আগুনে ভস্মিভূত হয়ে গেল পরপর তিন তিনটি বাড়ির খরের চাল । পুড়ে ছাই হয়েছে বাড়ির দৈনন্দিন জিনিসপত্র। আবারো জানাবো বীরভূমের মল্লারপুর থানার অন্তর্গত শিউলিয়া গ্রামে পরপর তিনটি বাড়িতে আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়, আর এই আগুন লাগার ঘটনা ঘটলো শুক্রবার দুপুর আনুমানিক প্রায় বারোটা নাগাদ। তারপর সাঁইথিয়া থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নেভানোর কাজ নিয়ন্ত্রণে আনে বলে খবর। শুক্রবার বীরভূমের মল্লারপুর থানার অন্তর্গত বাজিতপুর পঞ্চায়েতের শিউলিয়া গ্রামে পরপর তিনটি বাড়িতে আগুন, আর সেই আগুনে ভস্মিভূত হয়ে গেল পরপর তিনটি বাড়ির খরের চাল। ঘটনাটি ঘটেছে আজ বেলা বারোটা নাগাদ তারপর ঘটনাস্থলে আসে দমকলের একটি ইঞ্জিন। দুপুর আনুমানিক ১:৩০ নাগাদ আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন দমকল বাহিনীরা বলে খবর। তবে কিভাবেই বা আগুন লাগলো সে ঘটনাটি এখনো পর্যন্ত স্পষ্ট নয়, ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মল্লারপুর থানার পুলিশ।

শহীদ স্মরণে পদযাত্রা

আপনজন: বীরভূম জেলায় নানুর বিধানসভার অন্তর্গত নানুর বাসাপাড়ায় সোনা চৌধুরীর স্মরণে পদযাত্রা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা এবং পতিকৃতিতে মাল্যদান করে স্মরণ করা হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ, নানুরের বিধায়ক বিধান মাঝি, সোনা চৌধুরীর ছেলে বাপ্পা চৌধুরী, সুব্রত ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য তৃণমূলের নেতা কর্মীরা।

মাধ্যমিক ২০২৬ শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিঃ ভূগোল

২ নম্বরের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

বহিজাত প্রক্রিয়া ও সংশ্লিষ্ট ভূমিরূপ-
বহিজাত প্রক্রিয়া কি, অবরোহন কি, আরোহন কি, পর্যায়ন কি, ক্ষয়ীভবন কি, ধারণ অববাহিকা, জলবিভাজিকা, নদী অববাহিকা, উপনদী কি, শাখানদী কি, ষষ্ঠ ঘাতের সূত্র কি, প্রপাতকূপ কি, খাড়ি কি, নদীগ্রাস কি, নদী উপত্যকা কি, নিক পয়েন্ট কি, হিমরেখা কি, হিমশৈল কি, বার্গশ্রুন্ড কি, ক্রেভাস কি, এস্কার কি, মহাদেশিয় হিমবাহ কি, উপত্যকা হিমবাহ কি, হিমানি সম্প্রপাত কি, লোয়েস কি, বলিয়ারি কি, ইনসেলবার্গ কি, সিফ বলিয়ারি, ব্লো আউট কি, মরুকরণ কি, মরুদ্যান কি, বারখান কি।
বায়ুমন্ডল-
আরসল কি, জেট বায়ু কি, সমতাপ অঞ্চল কি, মেরুজ্যোতি কি, উষ্ণতা হ্রাসের স্বাভাবিক হার কি, ওজোন স্তর কি, আলবেডো কি, বৈপরিত্য উত্তাপ কি, সমষ্ণরেখা কি, গ্রীন হাউস প্রভাব কি, ইনসোলেশান কি, বিশ্ব উষ্ণয়ন কি, ফেরেল সূত্র কি, করিওলিস বল কি, বাইস ব্যালট সূত্র কি, অশ্ব অক্ষাংস কি, ITCZ কি, কাটাবেতিক বায়ু কি, অনাবেটিক বায়ু, জিওস্ট্রপিক বায়ু, চিনুক কি, ফন কি, অধক্ষেপন কি, নিরপেক্ষ আদ্রতা কি, শিশিরাঙ্ক কি, শিলাবৃষ্টি কি, সমবর্ষণ রেখা কি, MONEX কি, ঘনিভবন কি, জলচক্র কি, বৃষ্টিছায়া অঞ্চল কি, বারিমন্ডল
সমুদ্রস্রোত কি, শৈবাল সাগর কি, হিমপ্রাচীর কি,মগ্নচড়া কি, জোয়ার ভাটা কি, বান ডাকা কি, ভরা কোটাল কি, মরা কোটাল কি, মুখ্য জোয়ার ও গৌণ জোয়ার কি, সিজিগি কি।
বজ্র ব্যবস্থাপনা
বজ্র পদার্থ কি, বজ্র ব্যবস্থাপনা কি, তেজস্ক্রিয় বজ্র কি, গ্যাসিয় বজ্র, পৌর বজ্র, তরল বজ্র, ভরাটকরণ কি, বজ্রর পুনঃব্যবহার কি, জীব অবিশ্লেষ পদার্থ, জীব বিশ্লেষ পদার্থ কি।
ভারত
ছিটমহল কি, SAARC কি, ডুয়ার্স কি, তরাই কি, তাল অঞ্চল, ভাবর কি, রোহি কি, মালনাদ কি, ময়দান কি, রান অঞ্চল কি, ডেকান ট্রাপ কি, দুন কি, মরুস্থলী কি, পূর্বাঞ্চল কি, প্লাবন খাল কি, নিত্যবহ খাল কি, গঙ্গার উপনদী নাম লেখ, দক্ষিণ ভারতে জলাশয় এর প্রাধান্য বেশি কেন? পশ্চিমী ঝঞ্ঝা কি, আম্রবৃষ্টি কি, মৌসুমী বিস্ফোরণ কি, আধি কি, লু কি, কালবৈশাখী কি, অশ্বিনের ঝড় কি, রেগুর কি, করেওয়া কি, ঝুম চাষ কি, বদভূমি কি, ধাপ চাষ কি, মরু মাটির বৈশিষ্ট লেখ, যৌথ বন ব্যবস্থাপনা কি, সামাজিক বনসৃজন ও কৃষি বনসৃজণের উদ্দেশ্য কি, আলপিয় উদ্ভিদ কি,
কৃষিকার্য কি, বাগিচা কৃষি কি, উদ্যান কৃষি কি, সশ্যাবর্তন কৃষি, অর্থকারী ফসল কি, জীবিকাভিত্তিক কৃষি কি, অনুসারী শিল্প কি, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প কি, পণ্যসূচক কি, বিশুদ্ধ কাঁচামাল কি, তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প কি, অটোমোবাইল শিল্প কি, দুর্গাপুর ভারতের রূঢ় কেন, আমেদাবাদ ভারতের ম্যানচেস্টার কেন? জনবিস্ফোরন কি,2 আদমসুমারী কি, মহানগর কি, নগর কি, ধারণযোগ্য উন্নয়ন কি, নগরায়ণ কি,সোনালী চতুভুজ কি, উত্তর ও দক্ষিণ করিডর কি, পূর্ব ও পশ্চিম করিডর কি, ইন্টারনেটের গুরুত্ব কি, শিপিং লাইন ও শিপিং লেন কি।
উপগ্রহ ও ভূবৈচিত্রসূচক মানচিত্র - সেন্সর কি, বিভেদন কি, ভূবৈচিত্রসূচক মানচিত্র কি, প্লাটফর্ম কি, উপগ্রহ চিত্র কি, সমন্নতি রেখা কি, মিলিয়ন শিট কি, ডিগ্রী শিট কি, FCC কি।

২০২৫ মাধ্যমিক এর গুরুত্বপূর্ণ ৩ নম্বরের প্রশ্ন -

বহিজাত প্রক্রিয়া ও সংশ্লিষ্ট ভূমিরূপ -
অবরোহন ও আরোহনের পার্থক্য।
গিরিখাত ও ক্যানিয়নের পার্থক্য।
পলল শঙ্কু ও পলল ব্যজনীর পার্থক্য।
পলল শঙ্কু ও বদ্বীপ এর পার্থক্য।
বদ্বীপ গড়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশ আলোচনা কর।
বদ্বীপের শ্রেণীবিভাগ করো।
নদীর ক্ষয়কাজের পার্থক্য লেখ।
জলপ্রপাতের পশ্চাৎ অপসরণ হয় কেন?
নদী ও হিমবাহ উপত্যকার পার্থক্য লেখ।
ড্রামলিন ও রসে মোতানের পার্থক্য।
মহাদেশীয় ও উপত্যকা হিমবাহের পার্থক্য।
হিমবাহ কি কি প্রক্রিয়ায় ক্ষয় করে?
পেডিমেন্ট ও বাজাদার পার্থক্য।
জিউগেন ও ইয়াদাঙ পার্থক্য।
মরু অঞ্চলে বায়ুর কাজ প্রবল কেন।
অনুদৈর্ঘ্য ও তির্যক বালিয়াড়ির পার্থক্য।
মরুকরণ রোধের উপায় লেখ।
বায়ুর বহন কাজের প্রক্রিয়া লেখ।
বায়ুমন্ডল -
ট্রপোস্ফীয়ার ও স্ট্রাটোস্ফীয়ার পার্থক্য।
ওজোন স্তর বিনাসের প্রভাব লেখো।
ট্রপোস্ফীয়ারে উচ্চতা বৃদ্ধিতে উষ্ণতা কমে যায় কেন?
বায়ুমন্ডল উত্তপ্ত হবার উপায় লেখো।
ভারতে মৌসুমী বায়ুর সঙ্গে এল নিনোর সম্পর্ক লেখ।
সমুদ্র ও স্থল বায়ুর পার্থক্য লেখ।
ক্রান্তীয় ও নাতিশীতষ্ণ ঘূর্ণিবাতের পার্থক্য।
মহাদেশের পশ্চিমে মরুভূমির সৃষ্টির কারণ কি।
বায়ুর চাপ বলয়ের সীমানা পরিবর্তনের কারণ কি।
মৌসুমী ও ভুমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর পার্থক্য।
নিরক্ষীয় জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য লেখ।
বারিমন্ডল -
সমুদ্রস্রোত ও সমুদ্রতরঙ্গের পার্থক্য।
নিউফাউন্ডল্যান্ড উপকূলে ঘনকুয়াশা সৃষ্টির কারণ কি।
ভরা ও মরা কোটালের পার্থক্য।
পেরিজি ও আপজি জোয়ারের পার্থক্য।
কোন স্থানে সৃষ্ট মুখ্য জোয়ারের মধ্যে সময়ের ব্যবধান ২৪ঘন্টা ৫২ মিনিট হয় কেন?
বজ্র ব্যবস্থাপনা -
জৈব ও অজৈব বজ্র পার্থক্য।
বজ্র ব্যবস্থাপনায় শিক্ষার্থীর ভূমিকা।
গ্যাসীয় বজ্র নিয়ন্ত্রণের উপায় লেখ।
ভাগীরথী হুগলি নদীতে বজ্র প্রভাব লেখ।
বজ্র ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি লেখ।
বজ্র ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনিতা লেখ।
বজ্র ব্যবস্থাপনায় 5R গুরুত্ব।
ভারত -
পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাটের পার্থক্য লেখ।
পশ্চিম ও পূর্ব উপকুলের পার্থক্য।
মালনাদ ও ময়দানের পার্থক্য।
পশ্চিমবাহিনী নদী মোহনায় বদ্বীপ গড়ে উঠেনি কেন?
অতিরিক্ত ভৌম জল উত্তোলনের প্রভাব লেখ।
বৃষ্টির জল সংরক্ষনে তামিলনাড়ুর ভূমিকা লেখ।
জল সংরক্ষনের উদ্দেশ্য কি?
করমন্ডল উপকূলে বছরে দুবার বৃষ্টির কারণ লেখ
ভারতীয় জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে হিমালয় পর্বতের প্রভাব লেখ।
মৌসুমী বায়ুর ওপর জেট বায়ুর প্রভাব লেখ।
চিরহরিৎ ও পর্ণমোচি অরণ্যের পার্থক্য লেখ।
অরণ্য সংরক্ষনের উপায় লেখ।
খারীফ ও রবি সষ্য পার্থক্য।
পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় কৃষি উন্নতির কারণ।
ভারতে কৃষি সমস্যা সমাধানে গৃহীত ব্যবস্থা লেখ।
শিল্পের অবস্থানের ওপর কাঁচামালের প্রভাব।
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প গড়ে উঠার কারণ কি।
তথ্য প্রযুক্তি শিল্প গড়ে উঠার কারণ কি।
নগরায়নের সমস্যা কি।
জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা লেখ।
রেল, সড়ক ও আকাশ পথের তিনটি সুবিধা, অসুবিধা লেখ।
পরিবহন ও যোগাযোগের পার্থক্য লেখ।
জলপথ কে জীবন উন্নয়নের রেখা বলা হয় কেন?
উপগ্রহ ও ভূবৈচিত্র সূচক মানচিত্র সান সিংক্রনাস ও জিও স্টেশনারি উপগ্রহ পার্থক্য।
উপগ্রহ চিত্রে ব্যবহার, গুরুত্ব লেখ।
উপগ্রহ চিত্রের বৈশিষ্ট লেখ।
রিমোর্ট সেনসিং এর সুবিধা, অসুবিধা লেখ।
ভূবৈচিত্র সূচক মানচিত্রের উদ্দেশ্য, বৈশিষ্ট্য লেখ।
উপগ্রহ মানচিত্রের পর্যায় গুলি লেখ।

২০২৫ মাধ্যমিকের ভূগোল সাজেশান

পূর্ণমান ৫.
প্রাকৃতিক ভূগোল
১।নদীর ক্ষয় ও সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ (তিনটি) চিত্রসহ বিবরণ দাও।
২।হিমবাহের ক্ষয়জাত ভূমিরূপ (তিনটি) চিত্রসহ বিবরণ দাও।
৩।হিমবাহ ও জলধারার মিলিত ভূমিরূপের বিবরণ দাও।
৪। বায়ুমন্ডলের স্তরবিন্যাস করে যে কোনো দুটি ভাগের বিবরণ দাও।
৫।বায়ুর উষ্ণতার তারতাম্যর তিনটি কারণ লেখ।
৬।পৃথিবীর বায়ুচাপ বলয়গুলির বিবরণ দাও।
৭।বৃষ্টিপাতের শ্রেণীবিভাগ করে একটির চিত্রসহ বিবরণ দাও।
৮।চিত্রসহ জোয়ার ভাটার কারণ আলোচনা করো।
ভারত
১। পশ্চিম হিমালয়ের ভূ প্রকৃতির বিবরণ দাও।
২। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নদনদীর প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যর পার্থক্য লেখ।
৩। ভারতের জলবায়ুর নিয়ন্ত্রক, বৈশিষ্ট্য গুলি বর্ণনা কর।
৪। ভারতের জলবায়ুতে মৌসুমী বায়ুর প্রভাব লেখ।
৫। ধান, গম, চা, কফি চাষের অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ আলোচনা কর।
৬। পূর্ব- মধ্য ভারতে লৌহ ইস্পাত শিল্প গড়ে ওঠার কারণ লেখ।
৭। পশ্চিম ভারতে কার্পাস শিল্প গড়ে ওঠার কারণ লেখ।
৮। ভারতের জনঘনত্বের তারম্যর প্রাকৃতিক কারণ গুলি লেখো।
৯। শহর বা নগর গড়ে ওঠার কারণ কি।

প্রস্তুত করেছেন:
সৌনাভ মান্না
লেখক ও প্রিন্সিপাল, সাউথ পয়েন্ট ইনস্টিটিউট (সিনিয়র সেকেন্ডারি), হাওড়া

প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নানা সুযোগ গড়ে দেয় এডুকেশন অনার্স

প্রিন্স বিশ্বাস
পিএইচডি গবেষক

এডুকেশন এমন একটি বিষয় যা শিক্ষা, শিক্ষণ পদ্ধতি, এবং মানসিক বিকাশের গভীর জ্ঞান প্রদান করে। এ বিষয়ে উচ্চশিক্ষার ডিগ্রি অর্জনের মাধ্যমে গবেষণা, শিক্ষকতা, বা বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় সাফল্যের পথ সুগম হয়। এটি শুধু শিক্ষাক্ষেত্রে নয়, বরং সমাজকল্যাণ, শিক্ষানীতি প্রণয়ন, এবং গবেষণার মাধ্যমে একটি সৃজনশীল পেশা গড়তেও সহায়তা করে।
কেন জনপ্রিয় এডুকেশন অনার্স?
মানব মস্তিষ্কের বিকাশ, শিক্ষার মান উন্নয়ন, এবং শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন আনার প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান অর্জনের জন্য এই স্নাতক কোর্সটি ভীষণ জনপ্রিয়। এটি শুধু শিক্ষার গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে না, বরং সমালোচনামূলক চিন্তা ও বিশ্লেষণ ক্ষমতাও বৃদ্ধি করে।
যোগ্যতা
ভারতে এডুকেশন অনার্স কোর্সে ভর্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা হলো স্বীকৃত বোর্ড থেকে ১০+২ বা সমতুল্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া।
নূন্যতম নম্বর: বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয় ৫০% থেকে ৬০% নূন্যতম নম্বর চায়।
প্রবেশিকা পরীক্ষা: কিছু কলেজ সরাসরি মেধার ভিত্তিতে ভর্তি নেয়, আবার কিছু প্রতিষ্ঠান প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্র নির্বাচন করে।
পাঠ্যক্রম
এডুকেশন অনার্সের পাঠ্যক্রম শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
শিক্ষার দর্শন: প্রাচীন ও আধুনিক শিক্ষার মূলনীতি এবং দর্শন।
শিক্ষা মনোবিজ্ঞান: শিক্ষার্থীর আচরণ, শেখার পদ্ধতি, এবং মানসিক উন্নয়ন।
শিক্ষা ও প্রযুক্তি: শিক্ষায় প্রযুক্তির ব্যবহার এবং ডিজিটাল মাধ্যমের ভূমিকা।
শিক্ষা সমাজতত্ত্ব: শিক্ষা ও সমাজের সম্পর্ক এবং শিক্ষার সামাজিক প্রভাব।
শিক্ষানীতি ও প্রশাসন: শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামো, পরিচালনা ও মূল্যায়ন।
উচ্চতর পড়াশোনা ও পেশাগত কোর্স
এডুকেশন অনার্স স্নাতকরা উচ্চতর ডিগ্রি বা পেশাগত কোর্সের মাধ্যমে নিজেদের বিশেষজ্ঞ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারে:
স্নাতকোত্তর ডিগ্রি: শিক্ষা মনোবিজ্ঞান, শিক্ষার দর্শন বা শিক্ষানীতি নিয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়া।
প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি: সিভিল সার্ভিস, স্কুল সার্ভিস কমিশন, বা শিক্ষা প্রশাসনের জন্য প্রস্তুতি।
গবেষণার সুযোগ: শিক্ষা ক্ষেত্রে গবেষণা করার জন্য পিএইচডি বা নেট/সেট পরীক্ষায় অংশ নেওয়া।
প্রশিক্ষণমূলক কোর্স: শিক্ষকতার জন্য বি.এড. বা এম.এড।
কর্মজীবনের সুযোগ
এডুকেশন অনার্স ডিগ্রি নানাবিধ কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের দরজা খুলে দেয়:
শিক্ষা ও গবেষণা: শিক্ষক, অধ্যাপক বা শিক্ষা গবেষক হিসেবে কাজ করা।
প্রশাসনিক পদ: শিক্ষানীতি প্রণয়ন বা শিক্ষা প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকা।
শিক্ষা প্রযুক্তি: ই-লার্নিং মডিউল বা শিক্ষামূলক অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা।
পরামর্শদাতা: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টা বা কাউন্সেলর হিসেবে কাজ করা।
মিডিয়া ও লেখালেখি: শিক্ষাবিষয়ক লেখালেখি বা গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ।
এডুকেশন অনার্স শুধুমাত্র শিক্ষার অতীত এবং বর্তমান অধ্যয়ন নয়, এটি শিক্ষার মাধ্যমে মানব সভ্যতার অগ্রগতি, চিন্তার বিকাশ এবং ভবিষ্যতের পথচলার দিশা দেখার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম বলে বিবেচিত।

সংগ্রহ করে রাখার মতো সংকলন

মূল্য: মাত্র ৩৫০/-টাকা
(ডাক খরচ সহ)

আর দেরি নয় এখনই অর্ডার করুন

যাদের লেখায় সমৃদ্ধ হয়েছে রবি-আসর ইয়ার বুক ২০২৫

প্রবন্ধ/নিবন্ধ
খাজিম আহমেদ
ড. দিলীপ মজুমদার
ড. শামসুল আলম
ড. মুহাম্মদ রিয়াজ
ড. শেখ কামাল উদ্দীন
ইশহাক মাদানী
মহ. মোসাররাফ হোসেন
আসমা তাহরিন
পাশারুল আলম
ড. নূরুল ইসলাম
ডা. শামসুল হক
ড. রমজান আলি
ফৈয়াজ আহমেদ
ড. মুহাম্মদ ইসমাইল
সোনা বন্দ্যোপাধ্যায়
এম ওয়াহেদুর রহমান
সনাতন পাল
সজল মজুমদার
ফারুক আহমেদ
সামজিদা খাতুন
জয়দেব বেরা
ড. রামিজ রাজা
মোঃ সাহিদুল ইসলাম
কাজী মোহাম্মাদ শেরিফ
কাজী খায়রুল আনাম
আতাউর রহমান খসরু
তন্ময় সিংহ
মুদাসসির নিয়াজ
প্রিন্স বিশ্বাস
পাভেল আখতার
মনিরুজ্জামান (বিটু)
রবিদাস
সেখ আব্বাসউদ্দিন
শেখ মফেজুল
ড. শান্তনু পান্ডা
আতিকুর রহমান
এম মেহেদী সানি
ইয়েসমিন খাতুন
জাইদুল হক
অধ্যাপক আজাবুল বিশ্বাস
সৌরভ মন্ডল
ড. মনোজ গুহ
গল্প/অণুগল্প
মোহাম্মদ কাইকুবাদ আলি
গোলা মোস্তফা মুনু
তাসলিমা খাতুন
জহির-উল-ইসলাম
শংকর সাহা
রাজু আহমেদ
সেখ আব্দুল মান্নান
আহমেদ কাউসার
তাপস কুমার বর
আসগার আলি মণ্ডল
ওয়াসিম পারভেজ
শীলা সোম
কনক কুমার প্রামাণিক
মোবারক মন্ডল
গোপা সোম
বিচিত্র কুমার
শাহানাজ
রুশো আরভি
ফারুক আহম্মেদ
সিরাজুল ইসলাম ঢালী
সেখ মফেজুল
কেতকী মির্জা
মো. আবদুর রহমান
সামসুন নিহার
কবিতা/ছড়া-ছড়ি
এম মেহেদী সানি
আবদুল করিম
অশোক পাল
শিবশঙ্কর দাস
মোঃ রহমত আলী
আব্দুল মুকিত মুখতার
শিখা খাতুন
আমিনুর ইসলাম
মহঃ মোসাররাফ হোসেন
সুমাইয়া সুলতানা
মহসীন মল্লিক
সুচিত চক্রবর্তী
সুরাবুদ্দিন সেখ
সৈয়দুল ইসলাম
অশোক কুমার হালদার
জুলফিকার আলি মিদ্দে
বাহাউদ্দিন সেখ
আসগার আলি মণ্ডল
শীলা সোম
রমি রেজা
মোঃ ইজাজ আহামেদ
এম ওয়াহেদুর রহমান
জয়দীপ রায় চৌধুরী
ডা. সানাউল্লাহ আহমেদ
লিজা খাতুন
গোপা সোম
আজিবুল সেখ
সৌমেন্দু লাহিড়ী
সামজিদা খাতুন
সিরাজুল ইসলাম ঢালী
সোমা পাল
আজিবুল সেখ
কেতকী মির্জা
বাপি ফকির (প্রতিবন্ধী)
ড. মো. বদরুল আলম
ফজলুর রহমান মণ্ডল
অশোক কুমার হালদার
মুস্তাফিজুর রহমান
প্রিয়া চ্যাটার্জি
সুচিত চক্রবর্তী
রমি রেজা
কলিকা মণ্ডল
মুসাফির মল্লিক
সেহেরিন আফতার
সাহরুখ মোল্লা
আবদুল মুকিত মুখতার (লন্ডন থেকে)
মো. আল আমিন বিশ্বাস
মুস্তাফিজুর রহমান
তাসলিমা খাতুন
মির মহ. ফিরোজ

যোগাযোগ করুন এই নম্বরে
৭০০৩১ ৮৭৩১২
৯৭৪৮৮৯২৯০২

আপনজন পাবলিকেশন
৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬

কলকাতা লিগের সূচি নিয়ে ক্ষোভ অভিষেকের দলের

আপনজন ডেস্ক: কলকাতা লিগের সূচি নিয়ে ক্ষোভ। আইএফএ-র বিরুদ্ধে আইনি পথে হাঁটছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লাব ডায়মন্ডহারবার এফসি। আজ লিগ নির্ধারণী ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল বনাম ডায়মন্ডহারবার ম্যাচ থাকলেও, ইস্টবেঙ্গলকে ওয়াকওভার দেয় ডায়মন্ডহারবার। আরএফডিএল এবং আই লিগ টু-র ম্যাচ খেলতে হচ্ছে ডায়মন্ডহারবারকে।
বৃহস্পতিবারের ম্যাচ খেলতে অসুবিধা ছিল ডায়মন্ডহারবারের। সেই মর্মে চিঠি দিয়ে আইএফএ-কে জানায় ডায়মন্ডহারবার। প্রসঙ্গত ডায়মন্ডহারবারের ১৪ তারিখের আরএফডিএলের ম্যাচ পিছিয়ে দেয় আইএফএ। কিন্তু ডায়মন্ডহারবারের অভিযোগ ছিল আইএফএ সেই সিদ্ধান্ত অনেক দেরিতে জানানোয় তারা কলকাতা লিগের নির্ধারণী ম্যাচে দল নামাতে পারবে না।
ইস্টবেঙ্গল-ডায়মন্ডহারবার ম্যাচ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই টালবাহানা চলছিল। এবার বাংলার ফুটবল নিয়ামক সংস্থার বিরুদ্ধে আইনি পথে হাঁটছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লাব।
ডায়মন্ডহারবারের সহ সভাপতি আকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে টিভি নাইন বাংলাকে বলেছেন, "ইস্টবেঙ্গল ওদের জায়গায় রয়েছে। আমাদের আইএফএর সঙ্গে সমস্যা। ওদের কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েই আসল সমস্যা। আরও কিছু বিষয় রয়েছে, যেগুলো নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে আইনগত সিদ্ধান্ত নেব।" এই বিষয়ে কি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিরক্ত? এই প্রশ্নের উত্তরে আকাশ বলেন, "উনি নিজের কাজে ব্যস্ত। এই বিষয়গুলো তাঁকে জানানো আছে। আমরা আলোচনা করব ওনার সঙ্গেও। আমাকে তো এই ক্লাবের দায়িত্ব দিয়েছেন উনি, তাই ওনার সঙ্গেও আমরা আলোচনা করব। তারপর আইনি পথে হাঁটব। এখানে বিরক্ত হওয়ার ব্যাপার তো নেই।"
আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্তকে যখন টিভি নাইন বাংলার পক্ষ থেকে জানানো হয়, ডায়মন্ডহারবার আইনি পথে হাঁটার কথা ভাবছে, তা শুনে তিনি বলেন, "আইনি পথ তো খোলা রয়েছে। যদি কারও মনে হয় তাদের জন্য যেটা ঠিক ও যোগ্য, তা হয়নি তা হলে তারা কোর্টে যেতে পারে। ফলে ওরা যদি আইনের পথে যেতে চায়, তা হলে যেতেই পারে। আমরা আমাদের মতো করে চেষ্টা করেছিলাম যাতে ম্যাচ আয়োজনে কোনও সমস্যা না হয়। ফলে নতুন করে বোঝানোর

আইপিএলের শুরু আবারও পিছিয়ে গেল এক দিন

আপনজন ডেস্ক: শুরুতে তারিখটা ছিল ১৪ মার্চ। এরপর এক সপ্তাহ পিছিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ২১ মার্চে। তবে সেই তারিখও বদলাল আরেক দফা। নতুন সূচিতে এখন আইপিএলের ১৮তম আসর শুরু হবে ২২ মার্চ শনিবার থেকে।
ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) এ বছর আইপিএলের নতুন সূচি নির্ধারণ করার কথা জানিয়েছে ক্রিকেটবিষয়ক ওয়েবসাইট ক্রিকবাজ। উদ্বোধনী ম্যাচের তারিখ বদলে গেলেও ফাইনালের তারিখ অপরিবর্তিত থাকার কথাই জানিয়েছে ক্রিকবাজ। অর্থাৎ আগের সূচি অনুযায়ী ২৫ মে রোববার মাঠে গড়াবে আইপিএলের ফাইনাল।
আইপিএলে বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের মাঠে পরের আসরের প্রথম ম্যাচ আয়োজন সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়েছে। সেই নিয়মের পরিবর্তন হচ্ছে না এবারও। গতবারের চ্যাম্পিয়নস কলকাতা নাইট রাইডার্সের মাঠ ইডেন গার্ডেনেই হবে এবারের আসরের প্রথম ম্যাচ। এরপর ফাইনালও হওয়ার কথা একই ভেন্যুতে।
উদ্বোধনী ম্যাচে স্বাগতিক ও বর্তমান চ্যাম্পিয়ন কলকাতার মুখোমুখি হবে বিরাট কোহলির রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। কলকাতার মতো গতবারের রানার্সআপ সানরাইজার্স হায়দরাবাদও নিজেদের মাঠে খেলে আইপিএল শুরু করবে। ২৩ মার্চ রাজীব গান্ধী ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে হায়দরাবাদের প্রতিপক্ষ রাজস্থান রয়্যালস।
এবারের আসরে ম্যাচসংখ্যা বাড়ানোর কথা থাকলেও সেই সিদ্ধান্ত থেকে শেষ পর্যন্ত সরে এসেছে আইপিএল পরিচালনা পরিষদ। গত তিন বছরের মতো এবারও ম্যাচ হবে ৭৪টি।
আইপিএল-সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে (পৃষ্ঠপোষক, সম্প্রচারকারী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি) আলোচনা শেষে কয়েক দিনের মধ্যে চূড়ান্ত সূচি ঘোষণা করা হতে পারে বলে জানা গেছে।
গত নভেম্বরে সৌদি আরবের জেদ্দায় বসেছিল আইপিএলের মেগা নিলাম। ৬৩৯ কোটি ১৫ লাখ রুপিতে মোট ১৮২ খেলোয়াড় কিনেছে টুর্নামেন্টের ১০ ফ্র্যাঞ্চাইজি। ধরে রেখেছে ৪৬ খেলোয়াড়।

পাকিস্তানকে হারিয়ে ২০ বছর পর নিউজিল্যান্ড-র ট্রফি জয়

আপনজন ডেস্ক: যেকোনো টুর্নামেন্টের ফাইনাল মানে একটি অভিযানের সমাপ্তি। তবে আজ করাচির ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে হওয়া পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ড লড়াই শুধু ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালই ছিল না, আরেকটি বড় আসরের চূড়ান্ত মহড়াও ছিল। ১৯ ফেব্রুয়ারি একই মাঠে আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফির উদ্বোধনী ম্যাচেও যে এ দুই দলই আবার মুখোমুখি! শিরোপা নির্ধারণী বলা হোক বা চূড়ান্ত মহড়া–হাসিটা শেষ পর্যন্ত নিউজিল্যান্ডের।
পাকিস্তানের দেওয়া ২৪৩ রানের লক্ষ্য কিউইরা টপকে গেছে ২৮ বল আর ৫ উইকেট হাতে রেখে। সফরকারী নিউজিল্যান্ড অবশ্য ম্যাচটিকে 'ফাইনাল' হিসেবেই বেশি আপন করে নিতে চাইবে। ২০০৫ সালের পর এই প্রথম যে সাদা বলে বহুজাতিক টুর্নামেন্ট জিতল নিউজিল্যান্ড। করাচির অসম বাউন্সের মাঠে রান তাড়ায় তেমন বেগই পেতে হয়নি কিউইদের। দ্বিতীয় ওভারে উইল ইয়াংয়ের (নাসিম শাহর বলে এলবিডব্লু) উইকেট হারালেও তিনে নামা কেইন উইলিয়ামসনকে নিয়ে দলকে জয়ের পথে রাখেন ডেভন কনওয়ে। এই দুজনের দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে নিউজিল্যান্ড পায় ৭১ রান। উইলিয়ামসন সালমান আগার বলে ৩৪ রান করে ফিরলেও কনওয়ে টিকেছিলেন দলকে ১০০ পার করানো পর্যন্ত। ৭৪ বলে ৪৮ রান করা কনওয়ে নাসিমের দ্বিতীয় শিকারে পরিণত হওয়ার পর জয় নিশ্চিতে বাকি কাজটি করেন ড্যারিল মিচেল ও টম ল্যাথাম। চতুর্থ উইকেটে এই দুজন গড়েন ইনিংস সর্বোচ্চ ৮৭ রানের জুটি। মিচেল করেন ৫৮ বলে ৫৭ রান, ল্যাথাম ৬৪ বলে ৫৪। ল্যাথামকে অবশ্য শুরুতেই ফিরিয়ে দিতে পারত পাকিস্তান। বাঁহাতি এই ব্যাটসম্যান ১৫ রানে ফিরতি ক্যাচ দিয়েছিলেন শাহিন শাহ আফ্রিদির হাতে, ১৯ রানে আবরারের বলে সৌদ শাকিলের হাতে। দুবার 'জীবন' পাওয়া ল্যাথাম শেষ পর্যন্ত যখন শাহিনের বলে আউট হন, নিউজিল্যান্ডের জয় তখন মাত্র ১১ রান দূরে।
এর আগে পাকিস্তানও রান যা পেয়েছে, মিডল অর্ডারের সৌজন্যেই। বাবর আজম আরও একবার ভালো শুরু করে ইনিংস লম্বা করতে ব্যর্থ। এর আগে ফখর জামান ও সৌদ শাকিলরা ফিরে যাওয়ায় পাকিস্তান তৃতীয় উইকেট হারায় ৫৪ রানে। শুরুর ধাক্কা সামাল দিতে ব্যাটিংয়ে নেমে রিজওয়ান ছিলেন অতি সতর্ক। প্রথম রানে পৌঁছাতে খেলেছেন ১৩ বল, সালমান আগাও ছিলেন দেখেশুনে খেলার ভাবনায়। এই দুজন চতুর্থ উইকেটে যোগ করেন ৮৮ রান। রিজওয়ান ৭৬ বলে ৪৬ রান করে ফেরার পর সালমানও বেশিক্ষণ টেকেননি (৬৫ বলে ৪৫)। শেষ দিকে তাইয়াব তাহিরের ৩৩ বলে ৩৮ ও ফাহিম আশরাফের ২১ বলে ২২ রানের ইনিংসের সুবাদে পাকিস্তানের রান আড়াই শর কাছাকাছি যায়। যদিও জয়ের জন্য তা যথেষ্ট হয়নি। সহজেই তাড়া করে ট্রফি জিতে নিয়েছে নিউজিল্যান্ড, যে দলটি একুশ শতকে খেলা সাদা বলের ১৩তম ফাইনালে পেল পঞ্চম জয়, ২০ বছর পর প্রথম।
সংক্ষিপ্ত স্কোর:
পাকিস্তান: ৪৯.৩ ওভারে ২৪২ (রিজওয়ান ৪৬, সালমান ৪৫, তাহির ৩৮, বাবর ২৯; ও'রুর্ক ৪/৪৩, স্যান্টনার ২/২০, ব্রেসওয়েল ২/৩৮)। নিউজিল্যান্ড: ৪৫.২ ওভারে ২৪৩/৫ (মিচেল ৫৭, ল্যাথাম ৫৬, কনওয়ে ৪৮, উইলিয়ামসন ৩৪; নাসিম ২/৪৩)। ফল: নিউজিল্যান্ড ৬ উইকেটে জয়ী। ম্যান অব দ্য ম্যাচ: উইলিয়াম ও'রুর্ক।

২৭টি ব্যাগ নিয়ে অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারতীয় ক্রিকেটার, খরচ দিয়েছে বিসিসিআই

আপনজন ডেস্ক: বিদেশ সফরে লাগেজে বেশি ওজন বহন করা যাবে না–কোহলি-রোহিতদের দেওয়া বোর্ডের নির্দেশনার মধ্যে এমন একটি বিষয়ও ছিল।
ক্রিকেটারদের মাঠের খেলার সঙ্গে এর সম্পর্ক কী?
কেন এই নিয়ম বিসিসিআইকে চালু করতে হলো, সেটি জানা গেল ভারতের সংবাদমাধ্যম জাগরণের একটি প্রতিবেদনে। গত বছরের শেষে হওয়া বোর্ডার গাভাস্কার ট্রফিতে ঘটা একটি ঘটনাই এমন নিয়ম করতে বিসিসিআইকে উদ্বুদ্ধ করেছে।
ঘটনাটি ঘটিয়েছেন ভারতের এক তারকা ক্রিকেটার। বোর্ডার গাভাস্কার ট্রফির সফরের সেই ক্রিকেটার ২৭টির বেশি ব্যাগ নিয়ে সফর করেছিলেন। যে ব্যাগে শুধু তাঁর নিজের জিনিসপত্রই নয়, ছিল পরিবারের অন্য সদস্যদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্রও। সব মিলিয়ে তাঁর ব্যাগের ওজন ছিল ২৫০ কেজি। যার জন্য বিসিসিআইকে অতিরিক্ত খরচ করতে হয়েছে।
সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, সেই তারকার ব্যাগে ছিল ১৭টি ক্রিকেট ব্যাট। এমনকি তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীদের জিনিসপত্রও ছিল সেখানে। নিয়ম অনুসারে, এমন কিছু থাকলে সেটি আলাদাভাবে নিতে হয়, তবে সেটি মানেননি সেই ক্রিকেটার। তাই বিসিসিআইকেই গুনতে হয়েছে অতিরিক্ত টাকা। সেই ক্রিকেটারের নাম আর অতিরিক্ত টাকার পরিমাণ কত, সেটি স্পষ্ট করা হয়নি প্রতিবেদনটিতে।
শুধু ভারত থেকে অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়া আসার সময়েই নয়, পুরো সফরে শহর থেকে শহরে যাওয়ার সময়েও অতিরিক্ত লাগেজ বহন করেছেন সেই খেলোয়াড়। যা পুরো দলের ওপরই প্রভাব ফেলেছে। যে কারণেই বিসিসিআই খেলোয়াড়দের জন্য দেওয়া ১০ নির্দেশনায় এটিও অন্তর্ভুক্ত করেছে।
বোর্ডার গাভাস্কার ট্রফির পর ঘোষিত ১০ নির্দেশনার একটিতে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে, দলের সঙ্গে সফরের সময় অতিরিক্ত ব্যাগেজ বহন করা যাবে না। ব্যাগ ও ওজন নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে বেশি হলে সেটি সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়কে নিজের খরচে বহন করতে হবে। বিসিসিআই করবে না। ৩০ দিনের বেশি লম্বা সফরের ক্ষেত্রে একজন খেলোয়াড় ৩টি স্যুটকেস ও ২টি কিট ব্যাগ অথবা সর্বোচ্চ ১৫০ কেজি ওজনের ব্যাগেজ নিতে পারবেন। আর সফর ৩০ দিনের কম হলে ব্যাগেজ নেওয়া যাবে ৪টি, ওজন ১২০ কেজির মধ্যে।
এ ছাড়া নতুন ভ্রমণনীতি অনুসারে, ন্যূনতম ৪৫ দিনের সফরে পরিবারের সঙ্গে সর্বোচ্চ দুই সপ্তাহ সময় কাটাতে পারবেন ভারতের খেলোয়াড়েরা। আসছে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি যেহেতু মাত্র ২০ দিনের, তাই টুর্নামেন্টে রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলিদের সঙ্গে তাঁদের পরিবারের কাউকে যেতে দিচ্ছে না বিসিসিআই।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিসিসিআইয়ের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ভারতের বার্তা সংস্থা পিটিআইকে বলেছেন, 'পরে কোনো কিছু পাল্টানো হলে সেটা ভিন্ন কথা। তবে এখন পর্যন্ত এই সফরে স্ত্রী কিংবা প্রেমিকার সঙ্গ পাবেন না খেলোয়াড়েরা। সিনিয়র খেলোয়াড়দের একজন এ বিষয়ে খোঁজ নিয়েছিলেন। তাকে বলা হয়েছে, (ভ্রমণ) নীতির সিদ্ধান্ত মেনে চলতে হবে।'

'টুর্নামেন্ট জিততে হলে বুমরাকে ছাড়া খেলতে জানতে হবে'

আপনজন ডেস্ক: চোটের কারণে যশপ্রীত বুমরা চ্যাম্পিয়নস ট্রফি থেকে ছিটকে যাওয়ার পর ভারতজুড়ে যেন একটা হাহাকার উঠেছে! দেশটির সাধারণ ক্রিকেটপ্রেমীদের ভাবখানা এ রকম যে বুমরা ছিটকে যাওয়ায় সব আশা শেষ হয়ে গেছে। সাবেক অফ স্পিনার হরভজন সিং তাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন, বুমরাকে ছাড়াই ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৩–০ ব্যবধানে ওয়ানডে সিরিজ জিতেছে ভারত। হরভজন একই সঙ্গে আরও একটি কথা বলেছেন, বুমরাকে ছাড়াও চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে শিরোপা জয়ের জন্য ফেবারিট ভারত। কারণ, বুমরা ছাড়াও ভারতের এই দলে অনেক ম্যাচ জেতানো খেলোয়াড় আছে। গৌতম গম্ভীর ও রোহিত শর্মাদের হরভজন মনে করিয়ে দিয়েছেন, যেকোনো টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হতে হলে ভারতকে অবশ্যই বুমরাকে ছাড়া খেলতে শিখতে হবে।
বুমরার জায়গায় ভারত দলে ডাক পেয়েছেন হর্ষিত রানা
বুমরার জায়গায় ভারত দলে ডাক পেয়েছেন হর্ষিত রানাএএফপি
চ্যাম্পিয়নস ট্রফির জন্য ঘোষণা করা কোচ গম্ভীরের প্রাথমিক দলে ছিলেন বুমরা। কিন্তু তাঁর পিঠের চোট টুর্নামেন্ট শুরুর আগে সেরে ওঠা সম্ভব নয়। এ কারণে বুমরাকে পুনর্বাসনে পাঠিয়ে তাঁর জায়গায় হর্ষিত রানাকে দলে নিয়েছে ভারত।
হরভজন তাঁর ইউটিউব চ্যানেলে বলেছেন, 'আমি এখনো বিশ্বাস করি, চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ভারতই ফেবারিট। বুমরা বড় এক শক্তি, সে ম্যাচ জেতাতে পারে। কিন্তু বুমরা ছাড়াও অনেক অভিজ্ঞ খেলোয়াড় আছে। এই যেমন অর্শদীপ, শামি, কুলদীপ ও জাদেজা। ভারতই ফেবারিট, কিন্তু তাদের ফেবারিটের মতো খেলতে হবে।'
বুমরার অনুপস্থিতিতে ভারতের পেস বোলিং বিভাগের দায়িত্ব নিতে হবে মোহাম্মদ শামি, অর্শদীপ সিং ও হর্ষিত রানাকে। বুমরা না থাকায় পেস বোলিং কিছুটা ধার হারালেও ভারতের ব্যাটিং লাইন আপের শক্তি আগের মতোই আছে বলে মনে করেন হরভজন।
ভারতের সাবেক অফ স্পিনার বলেছেন, 'সামর্থ্যের কারণেই আমি ভারতকে ফেবারিট বলছি। রোহিত ছন্দে ফিরেছে, বিরাট (কোহলি) রান পেয়েছে, শুবমান গিল ও শ্রেয়াস আইয়ার রান করছে। ব্যাটিং ও বোলিং বিভাগ পারফর্ম করছে। আমার মনে হয়, বুমরার অভাবটা শেষ কয়েক ওভারে অনুভূত হবে, বিশেষ করে যখন প্রতিপক্ষের অল্প কিছু রান লাগবে আর হাতে ২ বা ৩ উইকেট থাকবে। কিন্তু টুর্নামেন্ট জিততে চাইলে আপনাকে বুমরাকে ছাড়া খেলতে জানতে হবে।'

বাৎসরিক ক্রীড়া মেচেদার স্কুলে

আপনজন ডেস্ক: জ্ঞানের আলো স্কুলের বাৎসরিক ক্রীড়া ও সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে গেল মেচেদায়।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষক সুজয় মাইতি; শিক্ষক এবং সাংবাদিক সুকুমার মাইতি, শিক্ষক এবং সমাজসেবী দীপক কুমার পাত্র, বিশিষ্ট সমাজসেবী অভিজিৎ জানা, সমাজসেবী মনিভা মন্ডল, জ্ঞানের আলো স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ঝুমা রায় এবং সমস্ত শিক্ষিকা মন্ডলী।
সমস্ত বক্তাগণই শিশুর পড়াশুনার পাশাপাশি, ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক এবং মানসিক বিকাশের কথা তুলে ধরেন। ছাত্র-ছাত্রীদের নিজস্ব যে প্রতিভা আছে সেগুলোকে কিভাবে বিকাশ করা যায় এবং তাদেরকে মানসিকভাবে কিভাবে নিয়ে যাও যাই, যে বিষয়গুলো তাদেরকে বোঝানো হয় সেই বিষয়গুলো যাতে সরলভাবে তারা বুঝতে পারে এবং শিখতে পারে, এই বিষয়গুলো যাতে গুরুত্বসহকারে শিক্ষিকারা বুঝাতে যত্নবান হন সেই দিকে খেয়াল রাখতে হবে সবাইকে।
বিশেষ করে শিশুর প্রতি মায়ের যে যে কর্তব্য আছে, সেগুলির প্রতি মায়েরা যদি যত্নবান হন,এই ডিজিটাল যুগের হাতছানি কে উপেক্ষা করে, তবেই কিন্তু তাদের শিশু মানুষের মত মানুষ হয়ে গড়ে উঠবে। তবেই তারা আগামী দিনে সমাজকে এবং পৃথিবীকে সমৃদ্ধ করবে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কামরুজ্জামান খান।

তীরন্দাজ প্রতিযোগিতা বোলপুর ডাকবাংলা স্টেডিয়াম মাঠে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর
আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তীরন্দাজ সংস্থার পরিচালনায় এবং বীরভূম জেলা তীরন্দাজ সংস্থা ও বোলপুর পৌরসভার সহযোগিতায় ৪৪ তম এনটিপিসি ইন্ডিয়ান রাউন্ড জুনিয়র ন্যাশনাল আচারিয়া চ্যাম্পিয়নশিপের প্রতিযোগিতা চলছে। এই প্রতিযোগিতায় ৩২ টি রাজ্যের ছেলে মেয়েরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে বলে জানা যায়। শুক্রবার এদিনের ক্রীড়ানুষ্ঠানে বীরভূম জেলা সভাধিপতি কাজল শেখ তীরন্দাজদের সঙ্গে তীর নিক্ষেপ করেন।

জয়নগরের নিমপীঠে বিডিও ও পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে প্রীতিক্রিকেট ম্যাচ

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর
আপনজন: খেলাধূলার মধ্যে দিয়ে শারীরিক ব্যায়াম হয়। আর এবার প্রশাসন সামলানোর পাশাপাশি মাঠে ক্রিকেট খেলতে দেখা গেল খোদ বিডিও, বিধায়ক ও পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সহ বিডিওর একাধিক কর্মীদের।শুক্রবার ছুটির দিনে নিমপীঠ বিবেকানন্দ ময়দানে জয়নগর ২ নং বিডিও ও জয়নগর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে আমন্ত্রন মূলক দশ ওভারের ক্রিকেট খেলা হয়ে গেল।এদিন যার উদ্বোধন করেন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস।এদিন বিধায়ক টস করেন মাঠে।আর টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করতে মাঠে নামেন জয়নগর২ নং বিডিও মনোজিত বসু সহ তাঁর কর্মীরা।দশ ওভারে ৫ উইকেটে ১১৩ রান করেন বিডিও তাঁর কর্মীরা। আর সেই রানকে চ্যালেঞ্জ করে মাঠে নেমে পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ ও তাঁর সদস্যরা ১১১ রানে আউট হয়ে যান।এবং এ দিনের খেলার বিজয়ী হয় জয়নগর ২ নং বিডিও ও রানার্স আপ হয় জয়নগর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতি। এদিন এই খেলা দেখতে মাঠে উপস্থিত ছিলেন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, জয়নগর দু নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রিয়াংকা মন্ডল, ফুটিগোদা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রীনা মন্ডল সহ আরো অনেকে। এদিন পঞ্চায়েত সমিতির চার কর্মাধ্যক্ষ সেলিম শেখ, কর্ন কান্তি হালদার,ওয়াইদ মোল্লা ও সুব্রত মন্ডল এই খেলায় অংশ নেন। আর ছুটির দিনে এই খেলা দেখতে বহু দর্শক সমাগম ছিলো মাঠে।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**